প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭
প্রকাশক : আর. ব্যানার্জী
অপেরা ॥ ২৭/৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯
মুদ্রাকর : শ্রীতুলসীচরণ পান
দি তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১/১, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা ৬
প্রচ্ছদ শিল্পী : গৌতম রায়
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : মোহন প্রেস

মূল্য : ৩·০০

পরিকল্পনা : সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

"আজ আর বিমূঢ় আস্ফালন নয়, দিগন্তে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের ঝড়—আজকের নৈঃশব্দ হোক যুদ্ধারম্ভের স্বীকৃতি"—যুদ্ধারম্ভের স্বীকৃতি রেখে এ-নাটক তার বক্তব্য শেষ করেছে। প'ড়ে প'ড়ে অনেক মার খাওয়া হোল। অনেক হতাশার গ্লানি বুকে চেপে ক্লান্তিতে ক্ষয়ে যাওয়াও হোল—'বাঁচতে হবে' একথাটা সোচ্চারে শপথ নিয়ে বেলা অনেক বয়েও গেল। এবার আর শুধু শপথ নেওয়া নয়—অন্ধকারটাকে দু'-হাতে সরিয়ে আলোয় বেরিয়ে পড়তে হবে। নইলে অবিনাশ, হরিহর, মানিক, বিভাস, গোবিন্দ, করিম মিঞা আর অতীনের মতো যক্ষপুরীতে পথ হারিয়ে দিনের পর দিন সমাজের উঁচুতলার কোন এক নিদারুণ নিয়োগী আর তার চেলাদের হাতে মার খেয়ে চলতে হবে সমাজে। নিয়োগীরা সেই তলার মানুষ যেখান থেকে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করতে দ্বিধা করে না। নিয়োগীরা অতি চালাক। একেবারে জলজ্যান্ত একটা মানুষকে শেষ ক'রে দিতে নারাজ। তাই তাকে জিইয়ে রেখে অত্যাচারে জর্জরিত ক'রে, তাকে পশুতে পরিণত ক'রে সমাজে ছেড়ে দিতে দ্বিধা বা কার্পণ্য নেই। এতে নিয়োগীদের অনেক সুবিধা। নির্বিবাদে দিন কেটেছিল অনেক দিন। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে চাকা ঘোরে। চিরকাল নীচে কেউ প'ড়ে থাকে না। সে সময়ও নেই ! তাই দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতো অ[illegible] মৈত্রের জন্ম হয়। আর তারা শেখায়: দু'-হাতে বাজাও প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা; তারপর টুকরো টুকরো ক'রে ছেঁড়ো তোমার পরাজয় আর কলংকের ইতিহাস। লোহার ঐ শক্ত গরাদটাকে ভেঙে দুমড়ে বেরিয়ে এসো বাইরে—সোনালী সূর্যের গভীরে !!

নাটকটি কাল্পনিক। কোন বাস্তব ঘটনার প্রতিফলন
এতে নেই। থাকলে সেটা নাট্যকারের অনিচ্ছাকৃত

কৃতজ্ঞতা :
নাটকের স্বার্থে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের
একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে

ছাপেগা'। যে কথা সেই কাজ, ছাপা হোল, প্রকাশও করল, নিজেকে অনেক পরিবর্তিত ক'রে! এবার বিচারের দায়িত্ব আপনাদের। আমি শুধু একটা কথাই বলতে পারি চতুর হাতে নাটকটির সাফল্য অনিবার্য! এ-নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে আমার কিছু চিন্তা করা আছে। কোন দল প্রয়োজন মনে করলে এবিষয়ে আমায় চিঠি দিতে পারেন। আমার যতোদূর সম্ভব তাঁদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

-সব শেষে কয়েকজনের নাম মনে না ক'রে পারছি না। আমার এ-নাটকের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে যাঁরা জড়িয়ে আছেন গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত—বন্ধুবর শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীল মুখোপাধ্যায় আর অগ্রজপ্রতিম শ্রীতুষার বন্দ্যোপাধ্যায়—নির্দেশনার দায়িত্ব ছিল যাঁর হাতে। এঁদের প্রতি রইল আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা! ধন্যবাদ জানাই আমার প্রকাশক বন্ধু সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যাঁর প্রেরণা আমাকে নাটক লিখতে বসায়। বহুবার বহুভাবে যিনি আমাকে অনেক ঋণে বেঁধে রেখেছেন।

১৯২০-এ 'পাতাল থেকে বলছি'র অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই নামটাও পালেট রাখলাম 'খাঁচার পাখী'

৩, ঈশ্বর মিল লেন,   গৌতম রায়

কলকাতা-৬

এই নাটকের চরিত্র

1. ডাঃ নিয়োগী
2. ডাঃ অসীম মৈত্র
3. ডাঃ সমীরণ বসু
4. ডাঃ ইন্দ্রনাথ চৌধুরী
5. ভুবনেশ্বর অধিকারী
6. অতীন মুখার্জী
7. অবিনাশ বসু
8. বিভাস রায়
9. মানিকলাল দাশ
10. করিম মিঞা
11. গোবিন্দ মল্লিক
12. হরিহর সেন
13. ইউসুফ
14. ভানা

সময় ॥ দিনক্ষণ তারিখের কোন গণ্ডি নেই

সেট ॥ একটি। সেটাই মুখ্য দৃশ্য। অন্যটি কালো কাপড়েব রদ-বদলে পাল্টাবে।

অনুরোধ ॥ এ-নাটক অভিনয়ের আগে অবশ্যই নাট্যকারকে জানাবেন।

গৌতম রায় C/o নব গ্রন্থ কুটির ॥ ৫৪/৫এ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১২

উৎসর্গ

অতি প্রত্যূষে আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া

বাবা-মাকে—

ভূমিকা

সেটা ১৯০৬-এর শেষের দিক। কয়েকজন নাট্যোৎসাহী তরুণ যুবক দারুণ একগুঁয়েমি নিয়ে তৈরি করল একটা নাটকের দল। ভালো নাটক করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। বাজারের একঘেয়ে সেন্টিমেণ্টের বস্তাপচা দলিল ঘাঁটতে তাদের আর ভালো লাগছিল না। অনেক যন্ত্রণা, কিছু মূল্যবোধ, কিছু জীবনবোধ আর রাশিকৃত ভাবনা! এই নিয়ে একটা নাটক সেদিন লেখা হয়েছিল। কিছু ট্রাজেডি নিয়ে সেই নাটকের চরিত্রগুলো একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিমধ্যে আটকে ছিল। তারা বেরোবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বেরোনো আমাদের প্রায়ই হয় না। কখনও হয় কখনও বা যক্ষপুরীতে পথ হারিয়ে কেঁদে মরি। 'পাতাল থেকে বলছি'র জন্ম তখনই! অনেকটা কাজ এগিয়েছিল। কাটা, ছেঁড়া আর জোড়া! আর মহড়া! কিন্তু যা হয়, এবারও তাই হোল! প্রথম উৎসাহের ভাঁটা আরম্ভ হ'তেই দেখা গেল শিখণ্ডীর তিন-চারজন ছাড়া আর সব উধাও! 'পাতাল থেকে বলছি' পাতালেই চাপা রইল অনেক—অনেক দিন। তারপর ১৯০৭। বন্ধুবর সজনীকান্ত (অপেরার সম্পাদক ও প্রকাশক) স্ত্রীভূমিকা বর্জিত একটা নাটক লিখতে বললেন। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল পাতালের নীচু অন্ধকারে একজন মুক্তি পাবার যন্ত্রণায় ছটফট করছে! পুরোনো পাণ্ডুলিপি এনে ফেলে দিলুম সজনীকান্তর দপ্তরে! পড়ে বললেন, 'ঠিক হ্যায়—

খাঁচার পাখী

প্রথম দৃশ্য

[একটি অন্ধকার মঞ্চ। কাউকেই দেখা যায় না। তারই মধ্যে হঠাৎ একটি আলো জ্বলে ওঠে। সেটি একটি স্ট্যাণ্ডিং স্পট। দর্শকের দিকে মুখ রেখে একটি যুবক চেয়ারে উপবিষ্ট। স্পটের আলো কেবল তারই মুখ আলোকিত করে। বোঝা যায় মঞ্চে আরও কিছু লোক আছে—কিন্তু তারা অস্পষ্ট। যুবকটির হাত-পা বাঁধা। যুবকটিকে ইলেকট্রিক শক্ দেবার প্রয়োজনে এখানে আনা হয়েছে। বর্তমানে মঞ্চে আছেন ডাঃ নিয়োগী। এ দৃশ্যে তাঁর কণ্ঠস্বরই কেবলমাত্র শোনা যাবে। খুব স্পষ্ট আলোর সামনে তিনি কখনও আসবেন না। আর আছে ভুবনেশ্বর অধিকারী, ইউসুফ, ভানা এবং চেয়ারে উপবিষ্ট অতীন মুখার্জী।]

কণ্ঠস্বর। বলো।

যুবক। না।

কণ্ঠস্বর। বলো।

যুবক। না (চার্জ করে) আঃ—আঃ···

[ঘাড় হেলে সামনে ঝুঁকে পড়ে। নিস্তব্ধ।]

কণ্ঠস্বর। অধিকারী !

অধিকারী। ইয়েস্ স্যার্, (চেয়ারের কাছে গিয়ে দেখে) ও. কে. স্যার্।

কণ্ঠস্বর। এদিকে তাকাও। মুখ তুলে তাকাও।

[চেয়ারে তীব্র আলো পড়ে। চেয়ারের লোকটি মাথা তোলার চেষ্টা করে, পারে না]

যুবক। (নিরুত্তর)

কণ্ঠস্বর। তাকাও।

যুবক। (নিরুত্তর)

কণ্ঠস্বর। কি হোল ? তাকাও!

যুবক। পারছি না।

কণ্ঠস্বর। পারবে।

যুবক। বিশ্বাস কর পারছি না।

কণ্ঠস্বর। চেষ্টা কর।

যুবক। (মুখ তুলে দেখার চেষ্টা করে) ওঃ! আলোটা নেবাও—আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

কণ্ঠস্বর। দেখবার কোন দরকার নেই—যা বলছি তাই কর।

যুবক। না।

কণ্ঠস্বর। ওয়ান।

যুবক। (নিরুত্তর)

কণ্ঠস্বর। টু।

যুবক। (নিরুত্তর)

কণ্ঠস্বর। থ্রি (চার্জ করে)।

যুবক। ওহ্! স্টপ্ ইট্—প্লীজ স্টপ্ ইট্।

কণ্ঠস্বর। তাহলে যা বলছি তাই কর।

যুবক। (অতিকষ্টে চোখ তুলে তাকায়) তুমি কে ? তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।

কণ্ঠস্বর। আমি কে তোমার জানার দরকার নেই—যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দাও।

যুবক। বলো।

কণ্ঠস্বর। তোমার নাম কি ?

যুবক। অনেকবার বলেছি।

কণ্ঠস্বর। ওটা তোমার নাম নয়।

যুবক। ইয়েস্, দ্যাট্স্ মাই নেম—অতীন মুখার্জী।

কণ্ঠস্বর। না, অতীন মুখার্জী তোমার নাম নয়।

অতীন। আশ্চর্য! তাহলে আমার নামটা কি ?

কণ্ঠস্বর। তোমার কোন নাম নেই।

অতীন। ফানি! নাম ছাড়া কোন মানুষ আছে নাকি ?

কণ্ঠস্বর। আছে, যেমন তুমি। তোমার কোন নাম নেই—কোন নাম তোমার ছিল না।

অতীন। না। আমি অতীন মুখার্জী—আমি একজন এঞ্জিনীয়ার।

কণ্ঠস্বর। ও সব বাজে কথা।

অতীন। বিলিভ মি। আমি অতীন মুখার্জী রেয়ন এঞ্জিনীয়ারিং ইনডাস্ট্রিজ-এ চাকরি করতাম।

কণ্ঠস্বর। ভালো ক'রে শোন—তোমার কোন নাম নেই। কোথাও তুমি চাকরি করতে না।

অতীন। না। আমি ওখানকার ডেপুটি চীফ্ স্ট্রাক্চারাল এঞ্জিনীয়ার ছিলাম।

কণ্ঠস্বর। যা বলছি শোন। তোমার কোন নাম নেই—তোমার কোন নাম নেই—তোমার কোন নাম নেই।

অতীন। ওহ্! প্লীজ—ছেড়ে দাও আমাকে। আমি কি করেছি তোমাদের! কেন তোমরা আমার নামটাকে মুছে দিতে চাইছ ?

কণ্ঠস্বর। শোন, তুমি অতীন মুখার্জী নও—কোনদিন ছিলেও না। এমন কি, তুমি একটা সুস্থ মানুষ পর্যন্ত নও।

অতীন। তবে আমি কি ?

কণ্ঠস্বর। পাগল।

অতীন। পাগল ?

কণ্ঠস্বর। হ্যাঁ, পাগল।

অতীন। তুমি নিজে একটা পাগল! (একটু থেমে) আচ্ছা, আমাকে তোমরা এতো শাস্তি দিচ্ছ কেন ? আমি তোমাদের কি করেছি ?

কণ্ঠস্বর। এখানে কেন তোমাকে আনা হয়েছে জানো!

অতীন। না।

কণ্ঠস্বর। তোমার মাথাটার চিকিৎসা করার জন্যে।

অতীন। কি হয়েছে আমার মাথার! আমি নিশ্চিত জানি আমার কিছুই হয়নি। আমি সুস্থই আছি। সম্পূর্ণ সুস্থ।

কণ্ঠস্বর। প্রত্যেক পাগলই মনে করে সে সুস্থ।

অতীন। নাঃ - নাঃ—

কণ্ঠস্বর। এটাই হচ্ছে পাগলামি। তোমাকে আমি যা বলছি তাই শোন। তুমি পাগল—তুমি পাগল—তুমি পাগল।

অতীন। না। আমি পাগল নই, কখনও পাগল ছিলাম না— তোমরা আমাকে পাগল বানাবার চেষ্টা করছ—কেন ? কেন ? (নিস্তব্ধ) বিশ্বাস কর, আমার মাথার কোন গণ্ডগোল নেই।

কণ্ঠস্বর। আমি জানি তোমার মাথার গণ্ডগোল আছে।

অতীন। কে বলেছে ?

কণ্ঠস্বর। সবাই বলে।

অতীন। নো, ইটস্ এ লাই! আমাকে কেউ পাগল বলতে পারে না।

কণ্ঠস্বর। তোমার বন্ধুরা বলেছে।

অতীন। আমার বন্ধুরা?

কণ্ঠস্বর। অশোক চৌধুরীকে চেন?

অতীন। চিনি।

কণ্ঠস্বর। সেই তো বলল।

অতীন। ও!

কণ্ঠস্বর। শুধু সে কেন—তোমার আফিস-এর প্রায় সকলেই বলে—তুমি পাগল।

অতীন। মিথ্যে—সব মিথ্যে—আমি এসব কথা বিশ্বাস করি না।

কণ্ঠস্বর। তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না—তাছাড়া, সকলে মিথ্যে কথা বলছে আর তুমি সত্যিকথা বলছ—এটাই বা বিশ্বাস করা যায় কি ক'রে! আর ওরা তোমাকে মিথ্যে মিথ্যে কেন পাগল বলবে?

অতীন। ওহ্! কি ক'রে বোঝাব তোমাকে……ইট্‌স্ এ কন্সপিরেসি!

কণ্ঠস্বর। কন্সপিরেসি।

অতীন। ইয়েস্! ওরা আমাকে সরাতে চায়।

কণ্ঠস্বর। ওরা তোমাকে সরাতে চায়—কি সব পাগলের মতো আবোল-তাবোল বকছ?

অতীন। পাগলের মতো বকছি না—দিস্ ইজ্ ফ্যাক্ট্।

কণ্ঠস্বর। তোমাকে সরিয়ে ওদের লাভ?

অতীন। অনেক লাভ—আমি থাকলে ওরা অবাধে চুরিগুলো চালিয়ে যেতে পারবে না।

কণ্ঠস্বর। ওরা চুরি করবে কেন? দে আর অল জেণ্টলমেন।

অতীন। করে--করে। ভদ্রলোকেরাই বেশি চুরি করে। সব ক'টা শয়তান—চোর—বদ্‌মাস। ভদ্রতার মুখোশ প'রে আছে। আর প্রাণখুলে চুরি চালিয়ে যাচ্ছে।

কণ্ঠস্বর। তুমি কি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির—তুমি চুরি করতে না?

অতীন। নো, নেভার। আমি কখনও চোর নই—চোর ছিলাম না বরং ওদের চুরিগুলো আমি ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

কণ্ঠস্বর। ও! তারপর?

অতীন। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব যে, কয়েকটা লোক নিজেদের স্বার্থের জন্যে দেশের সর্বনাশ করবে—একটা জাতিকে গড়ে তোলার পরিবর্তে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে! জানেন—জানেন—ওরা কি করত—ওঃ, হোঃ—

কণ্ঠস্বর। কি হোল?

অতীন। আলোটা কমিয়ে দিন প্লীজ্।

কণ্ঠস্বর। (আলো কমিয়ে) বলো।

অতীন। ঐ অশোক চৌধুরীর দল—ওরা ছিল আমার সাব-অরডিনেট স্টাফ। প্রত্যেকেই ইয়ং, এনারজেটিক, এক একটা তাজা শরীর। বেশ চটপটে ছেলেরা। দেখে বোঝা যায় না যে, সবক'টা অসৎ, চোর, বদমাইস—এক-

একটা লোভী খেঁকশিয়াল……দেশের সাধারণ মানুষের টাকায় তৈরি হচ্ছে বিরাট বিরাট ড্যাম্—মানুষের ভবিষ্যতের স্বপ্ন—কিন্তু—কিন্তু—

কণ্ঠস্বর। থামলে কেন ?

অতীন। সিমেণ্টের বদলে গঙ্গামাটি, কংক্রীটের বদলে লোনাধরা পুরোনো ইট, মরচে ধরা লোহার জয়েস্টগুলোকে নতুন ব'লে চালানো—হাজার হাজার টাকার ঘুষ…চমৎকার! চমৎকার দেশের ভবিষ্যৎ তৈরি হচ্ছে!—দেশের উন্নতির জন্যে বড় বড় এঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থত্যাগের কথা। সব বাজে, সব মিথ্যে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর থেকে আরম্ভ ক'রে সাধারণ ওভারসিয়ারগুলো পর্যন্ত সব চোর, সব মিথ্যাবাদী। আপনি বলুন এসব চোখের সামনে দেখে কেউ চুপ ক'রে থাকতে পারে? কি, বলুন, চুপ ক'রে আছেন কেন? বলুন!

কণ্ঠস্বর। তা এ ব্যাপারে তুমি তোমার বস্-এর কাছে রিপোর্ট করলে না কেন ?

অতীন। করেছিলুম। কোন ফল হয়নি—তিনি বিশ্বাস করেননি। তিনি বলেছিলেন প্রমাণ যোগাড় করতে—কিন্তু পরে জেনেছিলুম তিনিই এই দলের নেতা। তিনি নিজে হাতে কিছু করতেন না বা নিতেন না। ঐ অশোক চৌধুরীদের দিয়ে করাতেন। শুনলে অবাক হয়ে যাবেন —আমার বস্ মিঃ সিন্‌হা তাঁর অনুগত সাপ্লায়ারদের দিয়ে

চেষ্টা করেছিলেন আমাকে তাঁর দলে টানবার—স্কাউণ্ড্রেলগুলো আমাকে ঘুষ অফার করত।

কণ্ঠস্বর। তা তোমার কি দরকার ছিল এতো ঝামেলার মধ্যে যাবার—নিজের আখের গুছিয়ে নিলেই পারতে ?

অতীন। না। আমি আমার আখের গুছিয়ে নিতে পারিনি—পারিনি এসব অন্যায়-এর সঙ্গে আপস করতে তাই আমি চেয়েছিলুম সমস্ত ডকুমেণ্টস্, সমস্ত প্রমাণ যোগাড় ক'রে সেণ্ট্রাল ইন্‌ভেস্টিগেশন ডিপার্টমেণ্টের কাছে পাঠাতে, কিন্তু পারলুম না—তার আগেই আমাকে ওরা সরিয়ে দিলে।

কণ্ঠস্বর। আচ্ছা! তাহলে ওদের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ তুমি যোগাড় করতে পেরেছিলে!

অতীন। ইয়েস্—ইয়েস্। আই গ্যাদার্‌ড্ অল দ্য ডকুমেণ্ট্‌স্।

কণ্ঠস্বর। সেই ডকুমেণ্ট্‌স্‌গুলো কোথায় ?

অতীন। আছে। আমার কাছে সব আছে।

কণ্ঠস্বর। আই সী—তাহলে বলতে চাইছ এই সব কারণেই ওরা তোমাকে পাগল ব'লে এখানে চালান করেছে। আসলে পাগল তুমি নও ?

অতীন। আপনি তো ডাক্তার, আপনি বুঝতে পারছেন না ?

কণ্ঠস্বর। তাই তো মনে হচ্ছে। এই কথাগুলো আগে জানতে পারলে তোমাকে আর এই সব শক্‌গুলো খেতে হ'ত না। যাই হোক তুমি তো ভালোলোক—সমাজের কল্যাণ করতে চেয়েছিলে—মিথ্যার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা

করেছিলে। একজন সৎলোক তুমি—সুতরাং তোমাকে ছেড়ে দিতেই হবে।

অতীন। আপনি আমায় ছেড়ে দেবেন ?

কণ্ঠস্বর। নিশ্চয়ই। কোন সুস্থ লোকের চিকিৎসা আমি করি না। অধিকারী !

অতীন। আপনি আমায় সত্যি সত্যি ছেড়ে দেবেন ? আমি ভাবতেই পারিনি যে আমি আবার মুক্তি পাব··· কতোদিন যে পৃথিবীর আলো দেখিনি !

কণ্ঠস্বর। হ্যাঁ, তোমাকে আমি ছেড়ে দেব······তবে একটা শর্তে—

অতীন। কি ? কি শর্ত ? আমি যে-কোন শর্তে রাজী।

কণ্ঠস্বর। ঐ ডকুমেণ্টস্‌গুলো আমার চাই।

অতীন। ডকুমেণ্টস্‌গুলো আপনি নিয়ে কি করবেন ?

কণ্ঠস্বর। কি কববো তা তোমার জানার কোন দরকার নেই—ডকুমেণ্টস্‌গুলো আমার হাতে এলেই তোমার মুক্তি··· ···না হ'লে !

অতীন। না হ'লে ?

কণ্ঠস্বর। না হ'লে এখানে যেমন আছ তেমনি থাকবে। পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখতে পাবে না কোনদিন—মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক চার্জ খাবে—তারপর—তারপর একদিন সত্যিকারের পাগল হয়ে যাবে।

অতীন। ও···এবারে বুঝতে পেরেছি আমাকে পাগল বানিয়ে আপনাদের কি লাভ ?

কণ্ঠস্বর। একটু দেরিতে বুঝলে ! রাজী আছ ?

অতীন। আমি কিছুতেই এই ফাঁদে পা দেব না।

কণ্ঠস্বর। রাজী ?

অতীন। না।

কণ্ঠস্বর। রাজী ?

অতীন। না।

কণ্ঠস্বর। এখনও বলো ঐ ডকুমেণ্টস্‌গুলো আমাকে দেবে কি-না !

অতীন। না (চার্জ) ওঃ—ওঃ—

কণ্ঠস্বর। বলো, ওগুলো কোথায় ?

অতীন। বলবো না।

কণ্ঠস্বর। বলো—তোমাকে বলতেই হবে—ডকুমেণ্টস্‌গুলো কোথায় বলো।

অতীন। না।

কণ্ঠস্বর। বলো।

অতীন। না······কক্ষণো বলবো না। আমার শরীরে একবিন্দু রক্ত যতোক্ষণ থাকবে, ততোক্ষণ আমি কিছুতেই বলবো না ডকুমেণ্টস্‌গুলো কোথায়। এবারে বুঝতে পেরেছি তুমিও মিঃ সিন্‌হার লোক। তোমরা সব শয়তান—না, আমি বলবো না। মিথ্যের সঙ্গে আমার কোন আপস নেই।

কণ্ঠস্বর। এখনও বলছি বলো।

অতীন। না। (চার্জ)

কণ্ঠস্বর। বলো।

অতীন। না—আ···(চার্জ)

কণ্ঠস্বর। বলো।

অতীন। না—না…(চার্জ)

[এইভাবে চার্জ দেওয়া চলতে থাকে। অতীন আস্তে আস্তে ঢলে পড়ে]

কণ্ঠস্বর। অধিকারী!

অধিকারী। (চেয়ারের লোকটিকে পরীক্ষা করে) স্যার্, অজ্ঞান হয়ে গেছে।

কণ্ঠস্বর। খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে দাও।

অধিকারী। ইউসুফ!

[ইউসুফ আসে। অধিকারী ইঙ্গিতে কি বলে—ইউসুফ চেয়ারের দিকে এগিয়ে যায়]

কণ্ঠস্বর। অধিকারী!

অধিকারী। স্যার্!

কণ্ঠস্বর। ঠিক ক'রে রাখবে—ইউসুফকে ব'লে দেবে যেন বেশি মারধর না করে।

অধিকারী। ইয়েস্—স্যার্।

কণ্ঠস্বর। আর হ্যাঁ, স্পেশাল ডায়েট দেবে।

অধিকারী। কেন, স্যার্?

কণ্ঠস্বর। (অধিকারীর দিকে তাকায়)

অধিকারী। ঠিক আছে স্যার্, তাই হবে— যদি না খায়?

কণ্ঠস্বর। জোর ক'রে খাওয়াবে। খালি দেখবে যেন মরে না যায়।

অধিকারী। স্যার্ মেরে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যেত!

কণ্ঠস্বর। উঁহু।

অধিকারী। টাকা-পয়সাও সব পাওয়া হয়ে গেছে।

কণ্ঠস্বর। আরও বেশি টাকা আসবে।

অধিকারী। অ্যাঁ!

কণ্ঠস্বর। ডকুমেণ্টস্‌গুলো চাই।

অধিকারী। বুঝেছি স্যার্‌!

কণ্ঠস্বর। বিকেলবেলা নিয়ে আসবে ওকে। লক্ষ্য রাখবে কখন্‌ জ্ঞান হয়। আবার শক্‌ দিতে হবে। যাও—

অধিকারী। খোঁয়াড়ের লোকগুলোর রিপোর্ট। (পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে)

কণ্ঠস্বর। বিকেলে দেখব।

[প্রস্থান]

[চেয়ারের লোকটিকে ইউসুফ কাঁধে নেয়]

অধিকারী। ইউসুফ!

ইউসুফ। জী!

অধিকারী। সাহেবের অর্ডার শুনেছিস? বেশি মারধর করবি না।

ইউসুফ। জী—হাঁ।

অধিকারী। চল্‌।

ইউসুফ। চলিয়ে।

[অধিকারী ও ইউসুফ এগোতে থাকে—মঞ্চের একমাত্র যে Stand lightটা জ্বলছিল সেটা অধিকারী নিভিয়ে দেয়, মঞ্চও অন্ধকার হয়ে যায়]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[এ নাটকে এটাই মুখ্য দৃশ্য। সমস্ত মঞ্চটি কালো কাপড়ে মোড়া। পেছনে একটি জেলখানার গরাদের আকারে জানলা। গরাদটি মাটি থেকে একটু ওপরে। তিন চার ধাপের একটি সিঁড়ি। গরাদ খুলে এই সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে আসতে হয়। যাবার সময়ও সিঁড়ি বেয়ে গরাদ খুলে বাহিরে যেতে হয়। এটাই একমাত্র প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ। পূর্বের দৃশ্যে এই মঞ্চই ব্যবহার করা হবে। কারণ আগের দৃশ্যে একটিমাত্র স্পট ছাড়া আর কোন আলো ছিল না। এই দৃশ্যে গরাদটি একটি কালো কাপড়ে আচ্ছাদিত থাকবে। দ্বিতীয় দৃশ্যও প্রায়ান্ধকার। হাল্কা নীলচে আলো সমস্ত মঞ্চ জুড়ে থাকে। এখানে কোন সময় নেই। ঘড়ি বা ক্যালেণ্ডারে সময়ের গণ্ডি মাপা যায় না। সূর্যের আলো আসে না। কেননা, এটা মাটির তলার একখানা পোড়ো স্যাঁতসেঁতে ড্যাম্প ঘর। এখন সকালও হ'তে পারে—সন্ধ্যাও হ'তে পারে। মঞ্চে এলোমেলো কয়েকটা ছায়ামূর্তি! কেউ ব'সে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ-বা শুয়ে। একজনকে অস্থির পদচারণা করতে দেখা যায়। কয়েকটা চৌকো কাঠের বাক্স এদিকে-ওদিকে ছড়ান। সেগুলো দিয়ে বসা ইত্যাদির কাজ চালানো যায়। (অল্প খরচে মঞ্চটিকে এইভাবে সাজানো যায়। অর্থাভাব না থাকলে মঞ্চটিকে আরও গভীর ও রহস্যময় ক'রে তোলা যায়।) নেপথ্যে একটি চাপা চিৎকার ও ধস্তাধস্তির আওয়াজ ভেসে আসে। গরাদের মুখে একটি লাল আলো জ্বলে ওঠে। মঞ্চ অপেক্ষাকৃত বেশি আলোকিত হয়। ছায়ামূর্তিদের মধ্যে একটির চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্বের অতীনকে নিয়ে আসে ইউসুফ, ভানা ও অধিকারী। তারা গরাদের ওপাশে।]

অতীন। না, আমি যাব না—কিছুতেই যাব না।

ইউসুফ। আবে চল্ শালে। ভানা!

ভানা। ঠিক আছে ওস্তাদ।

অতীন। ওহ্, নো—নো। আই মাস্ট নট্। প্লীজ লেট্ মি গো।

ভানা। ওস্তাদ আংরেজী কপচাচ্ছে।

ইউসুফ। জোরসে ব্যাটন চালা।

ভানা। আবে উল্লু কি বাচ্চে—

[চিৎকার]

মঞ্চে একজন। অবিনাশদা!

অবিনাশ। বল্।

পূর্বস্বর। শুনতে পাচ্ছ?

অবিনাশ। পাচ্ছি। আর একটা শিকার।

পূর্বস্বর। ইচ্ছে করছে এক ঘুষিতে চোয়ালটা তুবড়ে দিতে।

অবিনাশ। মাণিক, চুপ কর্!

[মানিক চুপ করে। ওপরে ইউসুফ গেটের তালা খোলে। ভানা ও ইউসুফ অতীনকে নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে থাকে]

অবিনাশ। করিম ভাই!

করিম। কয়েন।

অবিনাশ। আরম্ভ কর।

করিম। আইজ্ঞা! (সিঁড়ির কাছে গিয়ে) আসেন - আসেন—আরে, এক্কারে তাজা পোলা লইয়া আইসস্। আসেন—আসেন —আসেন গো কর্তারা।

অতীন। প্লীজ, তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, ফর গড্স্ শেক লেট্ মি গো।

ইউসুফ। তোর বাপ যাবে শালা—

মঞ্চে অবিনাশ। কি নিদারুণভাবে আমাদের সহ্যশক্তিগুলো একটা চক্রান্তে পড়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

করিম। কফিন আনছ···ওমা আনো নাই···সেকি গো!

অবিনাশ। কন্‌স্‌পিরেসি, ইট্‌স্‌ এ পলিটিক্যাল কন্‌স্‌পিরেসি।

করিম। আচ্ছা—আচ্ছা, দিমুনি···একখান জায়গা দিমু···

অধিকারী। ইউসুফ!

ইউসুফ। জী!

অধিকারী। নে নে ঢোকা, দেরি করিস না বাবা!

ইউসুফ। চল্‌।

অতীন। না, এ পাতালপুরীতে অন্ধকারে দমবন্ধ হয়ে আমি মরতে পারব না···তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও।

অধিকারী। ইউসুফ!

ইউসুফ। যা শালে—

[ওপর থেকে ধাক্কা দিয়ে অতীনকে ভেতরে ফেলে দেয়। সে গড়াতে গড়াতে নিচে এসে পড়ে। সেইখানেই দাঁড়িয়েছিল বিভাস চৌধুরী—সাংবাদিক]

বিভাস। এ্যাণ্ড হিয়ার ইজ্‌ এনাদার ফল, সূর্যের মতো অতীত। কুয়াশার ভবিষ্যতে ডুবতে চলেছে।

[বিভাস কাছে গিয়ে দেখতে থাকে। ইউসুফ নিচে নেমে এসে এক ধাক্কায় বিভাসকে সরিয়ে দেয়। ওদিকে ভানা নামধারী সাকরেদটি দরজা বন্ধ ক'রে দেয়]

অধিকারী। ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা—

ইউস্থফ। কা হো গয়ি ?

অধিকারী। দু-দুটো জোয়ান মদ্দ—একটা বাচ্চা ছোঁড়াকে নামাতে হিমশিম খেয়ে গেলির‍্যা !

ভানা। তো কা, উ শালার গায়ে তাগৎ আছে। দুধ ঘিউ খানেবালে পার্টি।

অধিকারী। তা তোমরা কি চাঁদু খাবি খেয়ে আছ—দুধ ঘি খানেবালে ছোঁ—নে ঠিক করে রাখিস্…

ইউস্থফ। উ আপনাকে বোলতে হোবে না—

অধিকারী। বলতে হবে না…দ্যাখ, ঐ বেটা কি রকম তাকাচ্ছে !

ভানা। এ্যাঁও ! (যার সম্বন্ধে বলা হোল সেও ভ্যাঙায় 'এ্যাঁও') মারব শালাকো…

অধিকারী। ইউস্থফ !

ইউস্থফ। জী !

অধিকারী। দেখিস্, পালালে সাহেব আর আস্ত রাখবে না ! সোজা গর্দান…

ইউস্থফ। জী, নয়া আদমী—দো চার রোজ কি অন্দর সোব ঠিক হো জায়গা।

অধিকারী। হোলেই ভালো—যে রকম বেয়াড়া…শোন্

[একধারে সরে কথা বলতে থাকে অতীন উঠে দাঁড়ায়]

অতীন। এটা কী ? এ কোথায় এসেছি আমি ? উঃ কি, বীভৎস অন্ধকার ! নীল-নীল সবুজ ডোরা সাপের মতো কী যেন আমাকে আঁকড়াতে চাইছে। ওহ ইট্স্ এ ডানজান

নো—নো, ইট্‌স্‌ ইম্পসিবল্‌। এখানে থাকলে আমি—
নো—নো, আই মাস্ট গো।

[দৌড়ে ওপরে উঠতে যায়। অধিকারীর চমক ভাঙে]

অধিকারী। উরি বাব্বা, ই-উ-সু-ফ···পালায় যে!

ইউসুফ। এঁ্যাও, কি ধার যাতা হ্যায়?

অতীন। জাহান্নমে—

অধিকারী। ওমা, ছিঃ! জাহান্নমে কি গো? বালাই ষাট! জামাই করবো ব'লে আদর ক'রে নিয়ে এলুম আর তুমি কিনা—ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—(অতীনের কাছে যেতেই)

অতীন। ইউ বাস্টার্‌ড্‌।

[ঘুরিয়ে চড় মারে—অধিকারী টালখেয়ে নিচে নেমে আসে]

ওপন দ্য ডোর, দরজা খুলে দিতে বলো।

ইউসুফ। (রাগে ফুলতে ফুলতে) দরওয়াজা খুলে দিব?

অতীন। ইয়েস্‌।

ইউসুফ। ইয়ে লে তেরা দরওয়াজা—লে—লে।

[ক্রমাগত ঘুষি-চড়—সর্বশেষে চাবুক হাঁকিয়ে তাকে নিস্তেজ ক'রে ফেলে]

অধিকারী। (কাছে এসে) আহা, বেচারা—এমন দুষ্টমি করতে আছে! আমি না তোমার বাপের বয়েসী, বড্ড বেয়াড়া, না রে!

ইউসুফ। চলিয়ে! আবে ভানা···

[ইউসুফ, অধিকারী ও ভানা বেরিয়ে যায়। দরজায় তালা পড়ে যায়]

মানিক। হারামজাদারা চলে গেছে?

করিম। হ গো করতা—

অবিনাশ। একটু জল নিয়ে এসো তো ?

করিম। যাই—

[করিম জল এনে দিলে অচৈতন্য অতীনকে ওরা দুজনে শুশ্রূষা করে]

বিভাস। অনেকদিন হোল আমার কলমটা হারিয়ে গেছে—অথচ কথা আমার ভেতরে ফুটছে !

অবিনাশ। আমাদের সঙ্গে জন্তুদের কোন পার্থক্য নেই। আর উই র‍্যাসানাল এনিম্যালস্ ? নো, উই আর বিকামিং ইর্‌রেশানাল বীস্ট। স্বাভাবিক মনটা আমাদের মরে যাচ্ছে।

অতীন। শুনছেন ?

অধিকারী। বলুন ?

অতীন। আপনারা ?

অধিকারী। আগে কখনও মানুষ ছিলাম—এখন বোধহয় প্রেতাত্মা !

অতীন। কিন্তু আমাকে এখানে আনল কেন ?

বিভাস। হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিগুলোকে পাশবিক করার জন্যে !

অতীন। বুঝলুম না।

বিভাস। আপনার এখানে আসায় কারও স্বার্থসিদ্ধি হ'তে পারে, তাই—

অতীন। তার মানে আমি এখান থেকে আর কোনদিনও বের হ'তে পারব না ?

হরিহর। নেভার।

মানিক। ঠিক আমাদের মতো।

অতীন। মানে ?

অবিনাশ। মাকড়সা—জাল আর কতকগুলো পোকা—

অতীন। পোকা ? তাহলে এটা কী ?

মানিক। কোন্‌টা ?

অতীন। যে জায়গাটায় এসে পড়েছি।

গোবিন্দ। শয়তানের আড্ডাখানা।

হরিহর। না, এটা একটা নরক।

করিম। দুর্গন্ধময়—কফিনের মরা !

বিভাস। নো, ইট্‌স এ গিলোটিন—এ গিলোটিন হোয়ার দে কিলড্‌ দ্য ট্রুথ।

মানিক। তোমাদের মাথা ! এটা একটা আগুনের হৃদ্‌পিণ্ড।

অবিনাশ। থামো। এটা মানুষমারা কল !

অতীন। সুস্থ সবল মানসিকতাগুলোকে থেৎলে দিচ্ছে কয়েকটা শোষণবাদী মানুষ ! অথচ এটা চলতে পারে না। (অতীন উঠে দাঁড়ায়) তাহলে আপনারা এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করেন না কেন ?

[কেউ উত্তর দেয় না, গোবিন্দ বিশ্রী ক'রে হাসে]

কবর, অন্ধকার, গিলোটিন ! এখানে থাকলে আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাব ! কিন্তু রাস্তা—ঐ তো—

[ছুটে ওপরে উঠতে চায়। ইউসুফ ও ভানা প্রবেশ করে]

ভানা। ওস্তাদ্‌, দেখ মাইরি শালার জান কি কড়া !

ইউসুফ। কিবে শালা, ফিন্‌ উঠে দাঁড়িয়েছিস ?

অতীন। তুমি আমাকে ছাড়বে কি-না বলো? তোমার কি অধিকার আছে আমাকে এখানে আটকে রাখার!

[ইউসুফের কলার ধরে। সে একঝটকায় অতীনকে ফেলে দেয়—প্রত্যেককে খাবার দেয়—কেউ খায়, কেউ খায় না]

ইউসুফ। কিবে, লিবি না?

অবিনাশ। না।

মানিক। কোন শালা মানুষের বাচ্চা ঐ শুক্‌নো রুটি খেতে পারে?

ইউসুফ। না খাবি তো থাক শালা ভুখা!

করিম। আপনারে ভাবতে অইব নি। আমার মাইয়া-পোলা, আমিনা প্রত্যেকদিন সাঁঝের বেলা বাতি দিয়া দিব।

ভানা। কি রে—কি বকছিস?

করিম। আসেন করতা আসেন। উত্তুরের নিমের তলায় একখান বালো জায়গা খালি আছে—যদি পসন্দ হয় তাইলে আপনার জায়গা না হয় ঐ হানেই করি—কিন্তু করতা, দুইটা টাকা বেশি দিতে লাগব—তা বলেন গিয়া সোন্দর মতন কফিন চাইলে সোন্দর মতন দামও তো দিতে হয়!

ভানা। তাই নাকি রে! তা কতো মরা এল আজ্?

করিম। বেশি নয় করতা, বেশি নয়! মান্‌ষে আর মরতেই চায় না—দিনে দুইখান তিনখান—বড় জোর চারখান—

ভানা। শালা বদ্ধ পাগল! তুই শালে এখানেই পচে মরবি।

করিম। আরে, শোনেন, শোনেন—সেইবার যখন নিয়োগী সাহেব

আমারে গিয়া কইল—একটা জ্যান্ত পোলারে কবর দিতে পারবি—

ভানা। চপ্ শালে, ফিন আলতু-ফালতু বাত্তালা!

[থাপ্পড় মারে]

করিম। না—না, বিশ্বাস করেন—আমারে কইছিল—

ভানা। চপ্—

[একটা ঘুষি মারে। করিম পেটে হাত চেপে ব'সে পড়ে]

ইউসুফ। আবে, এ হরিহর—উধার কেয়া হোতা—ইধার দেখ—

হরিহর। না—না, ও আমি দেখাতে পারব না—ও আমার পারসোনাল্ উইল—প্লীজ্, রিকোয়েস্ট করবেন না।

ইউসুফ। আবে, খেয়ে লে—

হরিহর। আমার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ—

ইউসুফ। লেকিন খেয়ে লিব—

হরিহর। ওরই তো প্রাপ্য।

ইউসুফ। ভাট্!

[ইউসুফ খাবার নিতে গেলে হরিহর ছোঁ দিয়ে সেটা আবার কেড়ে নেয়]

শালা স্যায়না কাহাঁকা!

বিভাস। আমার খাবার কই?

ইউসুফ। খানা বন্ধ্।

বিভাস। কেন?

ইউসুফ। তোম্ শালে কাল রাতভর চিল্লিয়েছে—সো কম্পানবাবু হুকুম করিয়েছেন কি তুমহার আজ খাওয়া বন্ধ্।

বিভাস। কমপাউণ্ডার—মানে ঐ শালা গিরগিটির বাচ্চা ?

ইউসুফ। চোপ্।

বিভাস। আমার যে ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে।

ইউসুফ। হাম্‌রা ক্যা মালুম—

বিভাস। তুমি শালা কিছুই জানো না—শয়তান !

[ইউসুফ বিড়ি ধরায়]

মানিক। আঃ, ওকি করছ ! বারবার বলেছি না আমার সামনে আগুন জ্বালাবে না। আগুন দেখলে আমার মাথার রক্ত তোলপাড় করে……কে তুমি ? মিঃ সেন ? সাতশ' শ্রমিকের পেট মেরে তুমি মিলটাকে জ্বালিয়ে দেবে ভেবেছ···নো, নেভার।

ইউসুফ। চপ্ শালে সেন কি বাচ্চে !

মানিক। চপ্ শালে উল্লুককি বাচ্চে ! একবার বাইরে যেতে পারলে, তোমাদের সব শালাকে ফাঁসিতে ঝোলাব।

ইউসুফ। চাঁদবদন ! এই ভানা, বলছে আমাকে ফাঁসিতে লটকাবে।

ভানা। ওস্তাদ, মাথায় দুটো গাট্টা লাগিয়ে দাও—ফাঁসির নেশা বিগড়ে যাবে।

ইউসুফ। আবে, বৈঠ যা উধার চুপচাপ।

মানিক। আর বেশিদিন বসিয়ে রাখতে হবে না।

ইউসুফ। ফিন্ বাত !

মানিক। আচ্ছা শালা, দিন একদিন আসবে !

[গোবিন্দ অকারণে পাগলের মতো ভান ক'রে হাসতে থাকে]

ইউসুফ। কিবে, তোর খাওয়া হোল ?

গোবিন্দ। খাবারটায় ভীষণ গন্ধ! তুমি খাবে—খাও? আমি বাবা খাব না!

[ইউসুফ খাবারটা তুলে খেয়ে নেয়]

গোবিন্দ। (ছেলেমানুষের মতো) কি মজা, কি মজা, ওতে বিষ আছে, তুমি মরবে!

বিভাস। (এগিয়ে এসে) একটা কথা তোমার সাহেবকে গিয়ে বলতে পারবে?

ইউসুফ। কাঁ?

বিভাস। খেতে না দিলে আমরা মরে যাব।

ইউসুফ। মরো।

বিভাস। তাহলে তোমার সাহেবের মাসে মাসে টাকা আমদানি হবে কেমন ক'রে?

ইউসুফ। চোপ্ রও বাইনচোৎ—

করিম। (উঠে এসে) আহা, অমন কর কিয়ের লেই গ্যা—পোলাটার বোদ্ধি-সোদ্ধি কম হইলে কি হয়—পোলাটা বড্ড বালো! না—না, অমন কইর‍্যা বকাঝকা করতি হয় না।

[ইতিমধ্যে অতীন খোলা দরজা দিয়ে পালাতে যায়—ইউসুফ ধরে ফেলে]

ইউসুফ। কাঁহা ভাগ্ তা হ্যায়?

অতীন। বাইরে যাব।

ইউসুফ। নেহি।

অতীন। নেহি? তুমি কি আমায় চিরদিন এখানে আটকে রাখবে?

ইউসুফ। সো হামি কা জানে—সুপারিনবাবু যো বলবে—ওহি হোবে।

অতীন। আমি তোমাদের সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ইউসুফ। হুকুম নেহি! খানা খেয়ে লে—

অতীন। না, আমি কিছু খাব না।

ইউসুফ। তব থাক্ শালা ভুখা।

[খাবারটা নিয়ে খেতে থাকে]

ভানা। ওস্তাদ, সবটা লিও না—এদিকে ছাড় মাইরি!

ইউসুফ। লে। আভি চল্—

গোবিন্দ। (বিকৃত গলায়) আমার ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে—আমায় খেতে দাও!

ইউসুফ। কা বে, তু ফিন্ চিল্লাছিস্ কেনো?

গোবিন্দ। আমার খাবার তুমি খেয়ে নিলে কেন—আমি খাব না? দাও।

ইউসুফ। ভাগ্ শালা জংলী কাঁহেকা!

[টেনে লাথি মারে—গোবিন্দ ঘুরে পড়ে যায়। ওরা চলে যায়। অতীন ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়]

অতীন। (জানলার দিকে তাকিয়ে) ইউ ব্রুট্!

অবিনাশ। জীবন? এই মানুষের জীবন! এ মিয়ার ডট্। এ স্পেক ইন দ্য ডাস্ট স্কীম অব য়ুনিভার্স। কোন দাম নেই তার? (অতীনের কাছে গিয়ে) কি ভাবছ ভাই? (অতীন কোন উত্তর দেয় না) দেখছ চারদিক—আশ্চর্য লাগছে!

আমারও একদিন লেগেছিল। এখানে যাদের যাদের দেখছ—তাদেরও একদিন লেগেছিল—ওরাও একদিন আলোর জগতের মানুষ ছিল। আর আজ? (অতীন মুখ তোলে) প্রচণ্ড অত্যাচারে—কারও কারও মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছে—কেউ মাঝে মাঝে ঠিক থাকে, মাঝে মাঝে ভুল বকে, আর কেউ পাগলের ভান ক'রে থাকে।

করিম। এউক্যা আমও খারাপ আছিল না। আপনে অখন বস্তায় রাইখ্যা পচাইয়া কইতাছেন—দাম দিবেন না। যত সব কারসাজি!

অতীন। কারসাজি?

হরিহর। হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি এটা একটা কারসাজি। পাঁচটা কাঠের গোলা আর ঐ বিরাট সম্পত্তি সব তুমি ভোগ করবে, না, দীপক সেনগুপ্ত?

অতীন। কে দীপক সেনগুপ্ত?

হরিহর। আমার একমাত্র দাদার একমাত্র সন্তান! কিন্তু স্বপ্না, আমার ঐ একটিই মেয়ে, সে কোথায় গেল? তুমি কি সুধীর গুপ্ত?

অতীন। না, আমার নাম অতীন মুখার্জী। Deputy Chief Structural Engineer of Rayon Engineering Industries.

বিভাস। আপনি এঞ্জিনীয়ার! আমি একজন রিপোর্টার—বিভাস রায়। সবাই আমরা হারিয়ে গেলুম। কেউ কোন খবরই রাখে না। পৃথিবীটা যে বড্ড বড়! একটা ছুঁচ

মরুভূমির বুকে হারিয়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যায় না ! হয়তো আমাদেরও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। দোষটা কার ? যে হারাল, না, যারা হারিয়ে দিল !

অবিনাশ। দোষ ? হ্যাঁ দোষ—নিজেদের দোষে কবরের নিচে বীভৎস অন্ধকারে মাথা ঠুকে মরব—অথচ প্রতিবাদ জানাবার ক্ষমতা নেই।

মানিক। মিথ্যেই আমাদের দোষ দিচ্ছেন। আমিও বাঁচাতে চেয়ে ছিলুম—সেই মা আর দুধের কচি বাচ্চাটাকে !

অবিনাশ। মানিক, পুরোনো কথা আর ভাবিস্ না।

মানিক। ভুলতেও তো পারি না। রমার কথা, বাচ্চাটার কথা ! অথচ ভোলার জন্যে কতো চেষ্টা করছি !

অতীন। ওর কি হয়েছিল ?

অবিনাশ। ধোঁয়ায় পথ হারিয়েছিল ?

অতীন। ধোঁয়া ?

মানিক। হ্যাঁ, ধোঁয়া—অজস্র ধোঁয়া।

অতীন। বুঝলুম না তো ?

অবিনাশ। সবার মতো ওরও একটা ছোট্ট সংসার ছিল। আগুন নেভানোর কাজ করত, খেটে খেত। কিন্তু—

অতীন। কিন্তু ?

অবিনাশ। ওই পোড়া কালো মানুষটার অপূর্ব সুন্দরী একটা বৌ ছিল আর সেইটাই হোল কাল ! ওর বস্-এর লোভ ছিল বৌটার ওপর আর সেটাই···

মানিক। ননসেটা রোজ আমার বাড়ি আসত বৌটার লোভে।

সবই বুঝতুম, কিন্তু কোনদিন কিছু বলিনি। কারণ রমাকে আমি ভীষণ বিশ্বাস করেছিলুম। আমি ভাবতেই পারিনি টাকার লোভে রমা আমাকে ভুলে যাবে—ভুলে যাবে আমার সমস্ত ভালোবাসা। ওঃ, ভগবান! অর্থ মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়! টাকার লোভে বৌটা পালাল—আমি শোধ নিতে গিয়েছিলুম, কিন্তু পারলুম না। তার আগেই একটা বিগ ফায়ার—চলে যেতে হোল। একেবারে ডিপ ফায়ারে চলে গেলুম। গা-হাত-পা সব ঝল্‌সে যেতে লাগল। সামনেই একটা দেওয়াল। একটা বাচ্চার আওয়াজ! সেন জানত দেওয়ালটা কোলাপস্‌ করবে। তবু অর্ডার দিল। ঢুকে গেলুম। শুধু ঐ বাচ্চাটার জন্যে ভেতরে গিয়ে কতো ক'রে চেঁচালুম। রলিটা এদিকে ঘোরাও—এদিকে ঘোরাও। উঃ, আর ভাবতে পারছি না।

অবিনাশ প্রতিশোধ আর ও নিতে পারল না। হসপিটাল থেকে ও যখন ফিরল, ওর সারা শরীরটা পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিনের জন্যে মাথারও কিছু গণ্ডগোল হয়েছিল—সেই সুযোগটা নিয়ে নিল ওর বস্‌।

অতীন। সামান্য একটা মেয়ের জন্যে—

অবিনাশ ভায়া হে, জগতে বড় বড় অঘটন ঘটেছে ওই রকম এক-একটা মেয়ের জন্যেই। মনে পড়ে না সীতার কথা—মনে পড়ে না হেলেনের কথা!

হরিহর। আমার মনে পড়েছে—দীপকই প্ল্যান ক'রে আমার স্বপ্না মাকে মেরে ফেলল!

অতীন মেরে ফেলল ?

হরিহর হ্যাঁ—হ্যাঁ, মেরে ফেলল ! কেননা ও জানত আমাকে আর স্বপ্নাকে সরাতে পারলে সব সম্পত্তি ওর। কিন্তু আমি তো ওকে একেবারে বাঞ্চত করতুম না। কোথা থেকে একটা ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল—সামান্য জ্বর—তার জন্যে বড় বড় ইনজেকশন ! হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি……

অবিনাশ হরিহরবাবু !

হরিহর। স্বপ্না নেই। সবাই মিলে ওকে কেড়ে নিল আমার কাছ থেকে।

অতীন। কিন্তু আপনি এখানে এলেন কেমন ক'রে ?

হরিহর। যেমন ক'রে তুমি এসেছ ?

অতীন। আমাকে তো ওরা জোর ক'রে পাগল বানিয়ে নিয়ে এসেছে।

হরিহর। আমাকেও তেমনি জোর ক'রে পাগল ক'রে নিয়ে এসেছে।

অতীন। বাধা দিলেন না ?

হরিহর। বাধা কি তুমিও দাওনি ? একটু আগেই তো কতো মার খেলে ? আমাকেও ওমনি মারতে মারতে এনেছিল—এখনও মারে।

অতীন। এই বৃদ্ধ বয়সেও মারে।

হরিহর। জল্লাদের খাঁড়াটা কি বুড়ো পাঁঠা ব'লে রেহাই দেয় ?

অবিনাশ। অতীনবাবু !

অতীন। বলুন।

অবিনাশ। এঞ্জিনীয়ার অতীন মুখার্জীকে কেন আনা হোল ?

বিভাস। আজ থেকে অতীন মুখার্জীও যে আমাদের শরিক—বলো ভাই তোমার কথা।

অতীন। এখনও আমি সবকিছু বুঝে উঠতে পারছি না। তার আগে বলুন, এটা কি, কোথায় এসেছি আমরা—কেউ আমরা কাউকে চিনি না—

বিভাস। ঠিক বলেছেন ভাই, কেউ আমরা কাউকে চিনি না, অথচ ভাগ্যের নিষ্ঠুর চালে একটা জায়গায় এসে সব আমরা আটকে গেছি!

অতীন। আপনি রিপোর্টার বিভাস রায়?

বিভাস। হ্যাঁ।

অতীন। আপনি কেন এলেন?

বিভাস। এসেছিলুম একদিন। কতোদিন আগে কে জানে! দিন-রাত মাস-বছর চার দেওয়ালের পাথরে মুখ থুবড়ে পড়েছে—আকাশ আমরা দেখতে পাই না। আকাশের কি রং তাও আমরা ভুলে গেছি। মনে হচ্ছে জগৎ তৈরি হয়েছিল নিরেট অন্ধকার দিয়ে—ইতিহাস লিখতে এসেছিলুম—মানুষের ইতিহাস। আজ আমি, নিজেই ইতিহাস—আমার অতীতটা রক্তাক্ত ক'রে দিয়েছে ঐ স্কাউনড্রেল নিয়োগী।

অতীন। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

অবিনাশ। শহরের একটা কাগজের ও ছিল সাংবাদিক।

বিভাস। সবে আমার জীবন শুরু করেছিলুম। সামান্য একজন সাংবাদিক। কিন্তু মনে ছিল অনেক বড় আকাঙ্ক্ষা।

পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দেব সত্য খবরগুলো—মিথ্যের রংচটিয়ে !

অতীন। তারপর ?

বিভাস। একদিন এলুম এই হসপিটালে। হসপিটালের রিপোর্ট লিখতে !

অতীন। লিখেছিলেন ?

বিভাস। অনেক খাতির-যত্ন ক'রে একটা বড় রকম গ্রাণ্টের মতলবে ডাঃ নিয়োগী ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সব দেখিয়েছিলেন। রিপোর্ট লিখেছিলুম—শহর ছেড়ে মফস্বলের বুকে একটা ছোট্ট হসপিটাল দেখে তাক লেগে যায়। ওয়ার্ডস আফটার ওয়ার্ডস্ সব ঝকঝকে তকতকে, ছবির মতো ! রিনাউণ্ড্ ডক্টরস্—ট্রেনড্ নারসেস, স্পেশালিস্ট—ব্যবস্থার কোন ত্রুটি নেই ! আমার রিপোর্ট দেখে ডাঃ নিয়োগীও আতিশয্যে একটা পার্টি দিয়ে দিলেন। তারপর—

অতীন। তারপর ?

বিভাস। কমপ্লিট রিপোর্ট শেষ ক'রে সেদিন রাত্রে শু'তে যাচ্ছি—হঠাৎ।

অতীন। হঠাৎ ?

বিভাস। প্রচণ্ড একটা চিৎকার কানে এল।

গোবিন্দ। সে চিৎকার আমার। কিছুতেই তখন ওরা আমাকে বাগে আনতে পারছিল না ! তাই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ইলেকট্রিক রুম-এ। চার্জ দিতে।

অতীন। ইলেকট্রিক চার্জ!

গোবিন্দ। বাঁচবার জন্যে বেশি ঝামেলা পাকালে চার্জ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

বিভাস। চিৎকার শুনে ছুটে গিয়েছিলুম। হঠাৎ চিৎকারটা মাঝপথে থেমে গেল! আশ্চর্য হয়ে ফিরে আসছি। ঐ গিরগিটির বাচ্চার সঙ্গে ফেরার মুখে দেখা। জিজ্ঞাসা করলুম। আমার থেকেও আশ্চর্য হয়ে আমাকেই জিজ্ঞাসা করল—'কই, তাই নাকি, শুনিনি তো? মাঝ রাতে আবার সেই প্রাণবাঁচানো চিৎকার—আবার—আবার! বাইরে বের হলুম। সেই গিরগিটির বাচ্চা! জিজ্ঞাসা করলুম। ঐ একই উত্তর। কি একটা সন্দেহ হোল।

অতীন। তারপর?

বিভাস। সত্যের একদিন দেখা পেলুম। খুঁজে পেলুম এই মানুষ-মারা কলটা! খুঁজে পেলুম মিথ্যের আড়ালে একটা চরম সত্যকে।

অতীন। কাগজে ভেন্টলেট করলেন না কেন?

বিভাস। সুযোগ পেলুম না। তার আগেই বিভাস রায় পাথর চাপা পড়ে গেল!

অতীন। বুঝলুম না তো?

অবিনাশ। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে বিভাস আমাদের সঙ্গে দেখা করত। জেনেছিল আমাদের সব ইতিহাস।

বিভাস। হ্যাঁ, সেই ইতিহাস আমি লিখতে শুরু করেছিলুম! কিন্তু শেষ করতে পারলুম না। তাহলে হয়তো আজকে

অতীন মুখার্জীকে একটা বীভৎস চক্রান্তের বলি হয়ে এখানে আসতে হ'ত না !

অতীন। চক্রান্তের বলি !

বিভাস। ইয়েস্ ! আমাকে পাগল বানিয়ে এই খোঁয়াড়টায় না ঢোকাতে পারলে ডাঃ নিয়োগীকে আজ আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হ'ত !

অতীন। আর আপনার লেখা ইতিহাসটা ?

বিভাস। হারিয়ে গেছে ! ওরা কেড়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে আমার ইতিহাসটা ! কিন্তু আমি বলছি—আমি তো এখনও বেঁচে আছি—মরার আগে ঐ ইতিহাস মানুষের দরজায় আবার পৌঁছে দেব।

অতীন। বেশ বুঝতে পারছি—আমরা সবাই একটা-না-একটা ষড়যন্ত্রে নরকের পাংশুটে কংকাল হয়েছি বা হচ্ছি, কিন্তু নিয়োগীর লাভ ?

অবিনাশ। সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করতে পারলেই ক্যাশ-ব্যালান্স ফেঁপে ওঠে !

অতীন। আই সী ! তাহলে অতীন মুখার্জীকে সরিয়ে লাভ হোল দুজনের।

অবিনাশ। কার কার ?

অতীন। নিয়োগী আর অশোক চৌধুরীর।

অবিনাশ। অশোক চৌধুরী কে ?

অতীন। নেক্স্ট টু অতীন মুখার্জী। এবার আমি বুঝতে পারছি সবকিছু !

অবিনাশ বলুন।

অতীন। ইট্‌স্ এ কন্সপিরেসি। সবাই মিলে আমাকে সরিয়ে দেবার জন্যে এমন একটা জায়গায় এনে ফেলেছে যেখানে একটা সুস্থ মানুষ পাগল হ'তে বেশিদিন লাগে না। আশ্চর্য, আপনারা এখনও বেঁচে আছেন কেন ?

গোবিন্দ। একটি সুযোগ মুহূর্তের প্রতীক্ষায়!

অতীন। মানে ?

মানিক। পরে বুঝবেন। ব'লে যান!

অতীন। কিন্তু আমি তো কোন দোষ করিনি।

মানিক। এখানে কেউই কোন দোষ করেনি।

অতীন। তাহলে কেন আমি এখানে ?

করিম। হেইটাই তো আসল কথা—ক্যান আমরা ইয়ানে ?

বিভাস। এ প্রশ্ন সবায়ের। আপনি ব'লে যান। আমার ইতিহাসের আর এক শরিক।

অতীন। বিরাট ড্যামের কাজ চলছে,—হাজার হাজার কুলীমজুর। ওভারসীয়ার, সারভেয়ার—আর অতীন মুখার্জী।

অবিনাশ। সবার টপ্-এ, তাই না ? কেউ এসে সেলাম দিচ্ছে—কেউ বা পরামর্শ।

অতীন। কোথা দিয়ে সব কি হয়ে গেল ? কোথায় ছিলুম আর এখন কোথায় এলুম ? ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব একই সীমারেখায় একাকার হয়ে গেল। কতোকাল এখানে থাকতে হবে ?

অবিনাশ হয়তো বেশিদিন নয়।

হরিহর। হয়তো অনন্তকাল। অনন্তকাল ধরে এখানে পচে মরতে হবে। একটা নেট, জাল—আমরা সবাই তার মধ্যে আটকে গেছি।

বিভাস। এ্যাজ ফ্লাইজ্ টু ওয়ানটন বয়েজ আর উই টু দ্য গড্স্— দে কিল আস্ ফর দেয়ার স্পোর্ট্।

অবিনাশ। হরিদা, ফ্রাস্টেশন দিয়ে দুঃখকে জয় করা যায় না। দুঃখকে জয় করতে গেলে চাই মনের জোর! ভেঙে প'ড় না প্লীজ্! তাহলে আমাদের সমস্ত দুঃখজয়ের সাধনা বিফলে যাবে! অতীনবাবু, তারপর কি হোল?

অতীন। অশোক চৌধুরীর দল আমার পেছনে লেগেছিল। কেননা, ওদের ভুল, চুরি আর নোংরামিগুলোকে পদেপদে ধরিয়ে দিয়েছিলাম। চীফ্-এর কাছে রিপোর্টও করেছিলাম। কিন্তু কোন ফল হয়নি। লাস্টলি ওদের ওয়ারনিং দিয়েছিলাম—চরম ব্যবস্থা নেব। তারপর—

বিভাস। তারপর?

অতীন। তারপর—একদিন ড্যাম থেকে কোয়ার্টারে ফিরছিলুম— ক্লান্ত, অবসন্ন। মনে মনে ভাবছিলুম মিতার কথা— হঠাৎ—

অবিনাশ। হঠাৎ?

অতীন। মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত।

অবিনাশ। তারপর?

অতীন। আর মনে নেই। যখন জ্ঞান হোল চেয়ে দেখলুম—

একটা ছোট্ট ঘর—এর চেয়েও আরও ছোট্ট আরও অন্ধকার !

বিভাস। (স্বগত) এই দমবন্ধ-করা অন্ধকার আর ভালো লাগছেনা—একটু বাতাস চাই—একটু বাতাস আর একটু আলো—

অতীন। সেই ঘর থেকে যখন ছাড়া পেলুম সবাই বলল—আমি পাগল।

অবিনাশ। সবাই বলতে ?

অতীন। ঐ অশোক চৌধুরীর দল।

হরিহর। ওরা তো তবু অন্য রক্তের ! কিন্তু আমার ভাইপো ! রক্তের নিকটতম সম্পর্ক···এর থেকেও কি তোমারটা বেশি নৃশংস !

বিভাস। যুধিষ্ঠিরের রক্ত কমে আসছে। দুর্যোধনেরা সংখ্যায় বেড়েই চলেছে—ঈশ্বরের বুকে ব'সে শয়তান ঈশ্বরের রক্ত শুষে খাচ্ছে ! সম্পর্কের দোহাই দিয়ে কোন লাভ নেই !

গোবিন্দ। অবিনাশদা !

অবিনাশ। বল্।

গোবিন্দ। কেন এখনও এই শীতের মুখোশটা খুলে দিচ্ছ না ! হাত-গুলো আর কতোদিন জমে থাকবে ?

অবিনাশ। জানি না—কিন্তু অপেক্ষা করতেই হবে !

গোবিন্দ। কতোদিন ?

অবিনাশ। তাও জানি না।

গোবিন্দ। তবে কি বিপ্লবী অবিনাশ বসু মরে গেছে পাথরের

নিচে চাপা পড়ে? অবিনাশ বসু কি পথ হারিয়েছে যক্ষপুরীর গলিতে?

অতীন। আপনি অবিনাশ বসু! দেশবরেণ্য নেতা অবিনাশ বসু! মাই গুড্‌নেশ! এখানে, এই অবস্থায় এতোক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা ব'লেও—

অবিনাশ। চিনতে পারলে না—কেউ পারে না! মাটিতে ফেলে ওরা নাল লাগান বুট দিয়ে আমার মুখটাকে থেৎলে দিয়েছে! সে তো না চেনানোর জন্যেই!

অতীন। কিন্তু কেন? (অবিনাশ নিরুত্তর) অবিনাশবাবু?

অবিনাশ। বেঁচে নেই! যুদ্ধের উচ্ছিষ্ট সৈনিক। পোড়া তুবড়ীর খোল দেখেছ, রাস্তার একধারে অসম্মানে পড়ে থাকতে? আমি সেই পোড়া অবিনাশ!

বিভাস। দিজ্ ইজ্ লাইফ,। হাউ ওয়্যারী, স্টেল্, ফ্ল্যাট এ্যাণ্ড আনপ্রফিটেব্‌ল্!

অতীন। কিন্তু আপনার নামে রটানো হোল অনেক কিছু!

অবিনাশ। কি বলল, আমি পলাতক! যুদ্ধের ভীরু সৈনিক!

অতীন। ঠিক তাই! আবার কেউ কেউ বলল আপনি মৃত!

অবিনাশ। আমি তো মৃতই! নইলে ওরা আমার খোঁজ নিত! ওরা আমাকে ভুলে যেতো না।

অতীন। ভুলে তো কেউ যায়নি আপনাকে!

অবিনাশ। নিশ্চয় ভুলে গেছে—মানুষ জীবন নিয়ে বড় ব্যস্ত। তাই মৃতদের বেশিক্ষণ মনে রাখে না। তাহলে জীবন তাদের ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে!

অতীন। ভুল, অবিনাশবাবু ভুল! ভুলে যদি সবাই যাবে তবে আমি কেমন ক'রে আপনাকে চিনলুম!

অবিনাশ। চিনিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তুমি তো আমাকে চিনতে পারনি!

অতীন। সে দোষটা আপনার দৈহিক বিকৃতির।

অবিনাশ। দীর্ঘদিন ধরে আমার মেরুদণ্ডের জোর কমিয়ে দিয়েছে—অন্ধকার ঘরে ফেলে দিনের পর দিন পিঠের ওপর চাবুক ছিঁড়েছে। দেখবে আমার পিঠটা! এই দেখ (পিঠ দেখায়) ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়ে গেছে। ঘা শুকোবার আগেই নতুন ক'রে ঘা তৈরি হয়েছে। মাথাটা আমার বিগড়ে দেবার জন্যে ওরা আমার মাথায় ইলেকট্রিক চার্জ দিয়েছে—দিনের পর দিন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে—মর্ফিয়া দিয়ে। বলো, অবিনাশ বসু বাঁচবে কেমন ক'রে?

বিভাস। কেন না, সে অবিনাশ বসু তাই!

অবিনাশ। অবিনাশ বসুও তো মানুষ?

বিভাস। অবিনাশ বসুর সঙ্গে যে সাধারণ মানুষের অনেক তফাৎ।

অবিনাশ। একটা বুকচাপা কুপকুপে অন্ধকার ঘরে ফেলে দিনের পর দিন নির্মম চাবুক হাঁকড়ালে—কোমরের জোর কতোক্ষণ থাকবে? মনেই নেই কবে এসেছিলুম—দিন কাকে বলে ভুলে গেছি! এখানে শুধু রাত আর রাত!

গোবিন্দ। অবিনাশদা!

অবিনাশ। চোখের সামনে এই ঘরটায় একে একে কতো মরে গেল— কতো নতুন এল! আচ্ছা অতীন, তুমি তো সব চেয়ে শেষে পৃথিবী থেকে এসেছ? একটা খবর আমাকে দিতে পার?

অতীন। বলুন।

অবিনাশ। যে বিপ্লব আমি শুরু করেছিলুম—তার কি হোল?

অতীন। ভেঙে গেল। হাল ধরার কেউ ছিল না।

অবিনাশ। সে কী! আর সব?

অতীন। বোধহয় টাকা দিয়ে তাদের কিনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আপনাকে এখানে আনল কেমন ক'রে?

অবিনাশ। মুভমেণ্টের কয়েকদিন আগে অনেক রাতে একা-একা ফিরছি হঠাৎ একটা গাড়ি পেছন থেকে আমাকে ধাক্কা দিল। তারপর আর তো জানি না!

বিভাস। আমি জানি। তারা ছিল এ্যাণ্টি গ্রুপের লোক। অবিনাশ বসুকে না সরালে তাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যেতো। মানুষের সামনে তাদের অস্থিত্ব বানচাল হয়ে যেতেও পারত।

অতীন। তাই অবিনাশ বসুকে সরিয়ে দেওয়া হোল?

বিভাস। ইয়েস্। আর পঁচিশ হাজারের একটা সুন্দর চেকে অবিনাশ বসু নিয়োগীর খোঁয়াড়ে পাগল হয়ে চলে এল!

অতীন। আপনি এতো জানলেন কেমন ক'রে?

বিভাস। আমি যে মানুষের ইতিহাস লিখব ব'লে এসেছি! সে ইতিহাস যদি মাটির তলাতেও থাকে সেখান থেকেও

তুলে আনব। দেখছ না, আমি এখন মাটির তলায় রয়েছি—এখন আমার ইতিহাস লেখা চলছে! এ্যাণ্ড ডে উইল কাম—আমি মানুষের কাছে আমার ইতিহাস পৌঁছে দেবই!

গোবিন্দ। আর কবে দেবে—মরে গেলে?

বিভাস। নিশ্চয়ই মরার আগে—এতোদিন যখন বেঁচে আছি তখন এতো সহজে মরব না! অন্ততঃ শেষ না দেখা পর্যন্ত!

মানিক। শেষ হ'তে আর কতো দেরি?

অবিনাশ। এখনও অনেক দেরি! তার আগেই আবার আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাব।

মানিক। কেমন ক'রে? ওই দরজাটা ভাঙা অতো সোজা নয়!

হারহর। তোদের গায়ের জোরগুলো কি সব শেষ হয়ে গেছে?

গোবিন্দ। এ-বেলা দুখানা ও-বেলা দুখানা পোড়া রুটি খেয়ে আর কতোদিন যোঝা যাবে?

অবিনাশ। যতোদিন না আলোর মুখ দেখবি!

গোবিন্দ। ও আলো আর দেখতে হবে না।

মানিক। আলো কি আর কোন দিন দেখতে পাব?

অবিনাশ। আমার বিশ্বাস আর তোদের মনের জোর! সাত জোড়া হাত দিয়ে ঐ দরজাটা তোরা ভেঙে দিতে পারবি না?

গোবিন্দ। তাহলে হুকুম দাও এক্ষুণি—

অবিনাশ। তা হয় না। আমি যে একজনের অপেক্ষায় আছি! সে আমাকে কথা দিয়েছে।

অতীন। একজন কথা দিয়েছে—আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে ?

অবিনাশ। চুপ্ কর। আমি আমার একার জন্যে কিছু করি না! আমাদের সবাইকে এখান থেকে বাইরে বার না ক'রে আমি এখান থেকে বের হব না।

মানিক। কে সে ?

অবিনাশ। বলেছি না—সময় এলেই—

মানিক। সময়—সময় আর সময়! দম যে আমাদের বন্ধ হয়ে আসছে।

বিভাস। তুমি তো আগুনে পোড়া মানুষ—এতো সহজে তোমার দম বন্ধ হয় কেন ?

মানিক। তোমার হয় না ?

বিভাস। না।

মানিক। কেন ?

বিভাস। এখন আমরা ডুব সাঁতার দিচ্ছি! দম ফুরোবার আগেই ভেসে উঠবো।

মানিক। দূর!

অবিনাশ। ভেঙে প'ড় না, তাহলে আর সোজা হ'তে পারবে না!

অতীন। ঠিক বলেছেন। ভেঙে পড়লে আর এখান থেকে বেরোনই যাবে না। আগ্নেয়গিরির গহ্বরে মনের উত্তাপে টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটছে আমাদের জীবনের লাভা। এই লাভাস্রোতকে উপ্‌চে ফেলে ভাসিয়ে জ্বালিয়ে দিতে হবে ওদের কারসাজি। বাঁচতে হবে আমাদের, বাঁচাতে হবে আমাদের জীবনকে।

গোবিন্দ। ওহে, লেকচার থামাও। প্যানপ্যানানি অনেক শুনেছি। আর ভালো লাগে না!

অবিনাশ। কারও উচ্ছ্বাসে বাধা দিস্ না গোবিন্দ। ঐ উচ্ছ্বাস আর আবেগটুকু আছে ব'লেই তো এখনও মানুষ টিকে আছে!

গোবিন্দ। কিন্তু শুধু উচ্ছ্বাসে কাজের থেকে কাজ মাটি হয় বেশি।

অবিনাশ। যদি সে উচ্ছ্বাসে ছলনা থাকে তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু যদি তাতে প্রাণ থাকে--

গোবিন্দ। কতো মাইনে পেতেন?

অতীন। হঠাৎ এ প্রশ্ন?

গোবিন্দ। সময় নষ্ট করবেন না, উত্তর দিন।

অতীন। আমাদের দেশের ইঞ্জিনীয়াররা খুব একটা বেশি মাইনে পায় না।

গোবিন্দ। কতো শুনি না।

অতীন। চোদ্দশ'।

গোবিন্দ। শালা!

অতীন। কি হোল?

গোবিন্দ। বুঝলে অবিনাশদা, ঐ চোদ্দশ' টাকা মাইনে পাওয়া ছেলেদের উচ্ছ্বাসে তুমি বলতে চাও প্রাণ থাকে—বোগাস্!

অতীন। কি বলছেন কি?

গোবিন্দ। ঝামেলা পাকিও না খোকা—ওদিকে গিয়ে ব'স—আর শুয়ারের বাচ্চা ইউসুফের ঠাঙানী খাও—

[সে অন্য ধারে চলে গিয়ে একটা টুলের তলা থেকে মস্ত একটা ছোরা বার ক'রে ধার পরীক্ষা করে]

অতীন। ওনি কে ?

অবিনাশ। তোমার আমার মতোই !

অতীন। তা তো বুঝলুম। নইলে আর এখানে আসবেন কেন—কিন্তু ওঁর পরিচয় !

অবিনাশ। ওর নাম গোবিন্দ মল্লিক—নামকরা বড়লোকের ছেলে।

গোবিন্দ। ব্যস—ব্যস—ব্যস—ঐ পর্যন্ত ! আর কোন কথা নয় !

অতীন। কেন, আপনার কথা আমি জানতে পারি না ?

গোবিন্দ। না। আপনাদের শো কল্ড মানুষের তৈরি পরিচয়ে আমি বিশ্বাস করি না।

অতীন। কেন ?

গোবিন্দ। ভদ্র মুখোশধারী মানুষদের আমি ঘেন্না করি।

মানিক। আমিও ঘেন্না করি।

বিভাস। বাট আই ডু ফিল পিটি ফর দেম।

গোবিন্দ। এই আর এক ওস্তাদ ! সব শালা তুখোড় ভেট্কী ! কিছুতেই মুখোশ নাবিয়ে কথা বলবে না।

বিভাস। গোবিন্দ, তোমার কথাগুলো অন্ততঃ ভদ্র কর।

গোবিন্দ। কে তুমি বাবা রামপ্রসাদ এলে যে, ভক্তিভরে কথা বলতে হবে ! তাছাড়া তুমি তো জানোই ভদ্রতাগুলো ডিক্সনারী থেকে অনেক আগে বাদ দিয়ে দিয়েছি।

বিভাস। তাতে ক্ষতি কার ?

গোবিন্দ। লাভই বা কার ?

বিভাস। তোমার নিজের।

গোবিন্দ। প'ড়ে প'ড়ে বেধড়ক ধোলাই খাওয়া ছাড়া আর কোন লাভ আছে?

বিভাস। জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা!

গোবিন্দ। আবার কপ্‌চাচ্ছে! শুধু কপ্‌চানিতে কাজ হবে না। ওসব শিকেয় তুলে দাও।

অতীন। কিন্তু আপনাকে কেন এখানে আনা হোল বললেন না তো?

গোবিন্দ। তোমার জেনে লাভ?

অতীন। আমরা যে একই বলির পাঁঠা!

গোবিন্দ। অর্থাৎ আমার কথাগুলো তোমায় বলবো আর তুমি তাই নিয়ে দারুন সহানুভূতিতে ফেটে পড়বে—আর আমার আদি-মধ্য-অন্তের শ্রাদ্ধ পাকাবে—এই তো? কুছ নেহি বোলে গা। শুধু এইটুকু জেনে রাখ—আমার বিরুদ্ধে যে কন্সপিরেসি চলেছিল সেটা আমার জানাই ছিল। আমি ইচ্ছে ক'রেই এখানে এসেছি।

অতীন। সে কী?

গোবিন্দ। হ্যাঁ। ঐ যে মর্কটটাকে দেখছ ও এসেও আমার ইতিহাস জেনেছিল। বলেছিল এই ইতিহাস পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দেব। একবার চেয়ে দেখ, ওর নিজের ইতিহাস কাকে দিয়ে পাঠাবে ও তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অতীন। কিন্তু—আপনার হাতে অতো বড় ছুরি কেন?

গোবিন্দ। চুপ্। আর একটাও কথা নয়। বেশি বকলে সোজা নামিয়ে দেব।

অবিনাশ। গোবিন্দ!

গোবিন্দ। কথা বলতে তো চাই না! তোমার সব নয়া নয়া চেলারাই—থার্ড ক্লাশ!

অতীন। অবিনাশবাবু!

অবিনাশ। বলো!।

অতীন। গোবিন্দবাবু নিজের ইচ্ছেতেই এখানে এসেছেন?

অবিনাশ। একরকম তাই।

অতীন। শখ ক'রে কেউ গলায় ফাঁস দেয়?

অবিনাশ। শখে নয়, বিতৃষ্ণায়।

অতীন। বিতৃষ্ণা?

অবিনাশ। ওর বাবা প্রচুর পয়সা রেখে মারা যায়। তখন বয়স ওর—কতো হবে রে?

[গোবিন্দ নিরুত্তর]

(অল্প হেসে) আর কথা বলবে না। এখন কয়েকদিন ওই চলল। ধর, ওর বয়স তখন ১৮।১৯। সংসারে ছোট ভাই ছাড়া কেউ ছিল না। ভাইকে মানুষ করল, বড় করল—বিয়েও দিল, কিন্তু—

অতীন। কিন্তু?

অবিনাশ। একদিন হঠাৎ ও টের পেল ওর ভাই ডাঃ নিয়োগীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে ওকে সরাবার চেষ্টায় আছে। কেননা, দাদা

থাকলে গোটা সম্পত্তিটা ওর হাতে আসছে না, তার ওপর দাদা যদি বিয়ে করে, ব্যস।

অতীন। নিজের ভাই!

অবিনাশ। হ্যাঁ, নিজের ভাই। ইন্‌সমনিয়া রোগী গোবিন্দকে চড়া ডোজে স্লিপিং ড্রাগ দিতে লাগল। কিন্তু কয়েকদিন বাদে গোবিন্দ সেটা টের পেল।

অতীন। কিছু বললেন না?

অবিনাশ। না। বরং এতো বেশি ও শক পেল যাতে ক'রে ওর মনে হোল জীবনের আর সব মিথ্যে—কেবল টাকা ছাড়া। আর তাই বোধহয় স্বেচ্ছায় এই কারাদণ্ড—পাগলামির ভান ক'রে থাকা।

অতীন। তাই উনি তখন ঐভাবে কথা বলছিলেন!

অবিনাশ। সেটা ওদের সামনে। ও পাগল নয় মোটেই—কিন্তু ওদের সামনে পাগলের ভান ক'রে থাকে।

অতীন। তাহলে উনি বারবার বাইরে যাবার কথা বলেন কেন?

অবিনাশ। এখন ও ওর ভুল বুঝতে পেরেছে—বুঝতে পেরেছে এভাবে জীবন থেকে সরে থাকা অর্থহীন! সবার জন্যেই ও চিন্তা করে। ও ভাবে কেমন ক'রে সবাইকে নিয়ে বাইরে যাওয়া যায়!

অতীন। ভীষণ সেন্টিমেণ্টাল তো?

মানিক। আর তুমি নও?

অতীন। কে নয়? মানুষমাত্রেই কম-বেশি সবাই সেন্টিমেণ্টাল।

মানিক। আমি নই।

অতীন। হ'তেই পারে না—সেন্টিমেণ্ট না থাকলে হয় সে নির্লজ্জ, নয় তো পাগল।

মানিক। তার মানে—আমি পাগল!

অতীন। আমার কথার মানে তা নয়।

মানিক। অর্থাৎ আমি বুদ্ধু! কি বলতে চাও তুমি?

অতীন। গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করবেন না। আগে আমার কথার মানে বুঝুন।

মানিক। সাট্ আপ্! ছোট মুখে বড় কথা! এক থাপ্পড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব উল্লুক কোথাকার।

অতীন। ইউ নন্‌সেন্স্! মুখ সামলে কথা বলুন।

অবিনাশ। আঃ, কি হচ্ছে কি তোমাদের?

মানিক। মুখ সামলে কথা বলবো মানে? আমাকে পাগল ব'লে পার পাবে ভেবেছ!

অতীন। আপনাকে পাগল বলিনি।

মানিক। হ্যাঁ, বলেছ।

অতীন। তাহলে বেশ করেছি।

অবিনাশ। কি হচ্ছে কি?

মানিক। তুমি চুপ্ কর। (অতীনকে) বেশ করেছি?

অতীন। হ্যাঁ, বেশ করেছি। পাগলকে পাগল ছাড়া আর কি বলবো?

মাণিক। তবে রে শালা—

[ধড়াম ক'রে ঘুষি চালায়। অতীনও ছাড়বার পাত্র নয়, সেও চালায়। ধস্তাধস্তি ও মারামারি সমান তালে চলতে থাকে—অন্যেরা ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে]

মানিক। হরিদা! আজ পেয়েছি শালা সেনকি বাচ্চাকে।

হরিহর। পেয়েছ! মারো, মারো শালাকে—চোর, ডাকাত, গুণ্ডা —আমার সব কেড়ে নিতে এসেছে! রামসিং, মেরা বন্দুক লাও।

[সেও ঝাঁপিয়ে পড়ে]

গোবিন্দ। শালা নতুন মাল, অনেক বড় বড় কথা বলছিল, একটু হাতটা ঠিক ক'রে নি।

[সেও ভিড়ে যায়। করিম গরাদের জানলার কাছে গিয়ে চেঁচাতে থাকে]

করিম। দাঙ্গা, দাঙ্গা লাগছে। রহমান, তাড়াতাড়ি আয়—দাঙ্গা লাগছে।

বিভাস। এরাই আমার ইতিহাসের শরিক! ঈশ্বরের সিংহাসনে ব'সে শয়তান কি খেলাই খেলছে! হে নির্বাসিত ঈশ্বর, তুমি এখন কি করছ? গোপনে চোখের জল ফেলছ? অবলা নারীর মতো আঁচলের খুঁট দিয়ে কি চোখের জল মুচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ না তুমি—তোমার সন্তানেরা নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে লড়াই করছে! তোমার সিংহাসনটা যে তছনছ হয়ে যাচ্ছে! ওহ্! ব্যানিস্ড্ গড্, তুমি ফতুর হয়ে গেছ, তোমার সমস্ত শক্তি চলে গেছে। আই ফিল পিটি ফর ইউ।

[ইতিমধ্যে গোলমাল শুনে ইউসুফ ও ভানা এসে ঘরে ঢোকে। তারা ক্রোধে ফেটে পড়ে। তারপর একধার থেকে প্রচণ্ডভাবে চাবুক হাঁকড়াতে থাকে। আলো আস্তে আস্তে নিভে যায়]

তৃতীয় দৃশ্য

[পেছনের সেই সিঁড়িওয়ালা উঁচু জানলাটা আর নেই। তার বদলে জেগে আছে সাদা কাপড়ের ওপর একটা বড় রেডক্রশ। এ ছাড়া স্টেজে যেখানে যা ছিল তাই থাকবে। কয়েকটা এলোমেলো চৌকো কালো কাঠের বাক্স। এ দৃশ্যে লাইট-এর পরিবর্তনই মুখ্য। মঞ্চে আলো পূর্ণরূপ নিলে দেখা যাবে ৩০।৩২ বছরের একজন সুশ্রী ডাক্তার—পরনে white apron, হাতে ভাঁজকরা স্টেথিশকোপ। নাম অসীম মৈত্র। বিরস গম্ভীর অথচ শ্লথ পদচারণায় রত। ঠিক উল্টোদিক হ'তে পূর্বের সেই কম্পাউণ্ডার ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসেন।]

অধিকারী। নমস্কার স্যার্।

[পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে]

অসীম। অধিকারী !

অধিকারী। ইয়েস্ স্যার্।

অসীম। বড্ড ব্যস্ত বুঝি ?

অধিকারী। এই—মানে—একটু—

অসীম। কোথায় চললে ?

অধিকারী। বড় সাহেব আজ ফিরছেন।

অসীম। তাই নাকি ?

অধিকারী। আপনি জানেন না ?

অসীম। না।

অধিকারী। সে কি স্যার্—আপনি তো মামার ভাগ্নে !

অসীম। আর তুমি তো মামার সাকরেদ।

অধিকারী। আজ্ঞে, স্যার্।

অসীম। খোঁয়াড়ে আর একটা এল ?

অধিকারী। হ্যাঁ, স্যার্।

অসীম। হুঁ।

অধিকারী। কিছু যেন ভাবছেন স্যার্ ?

অসীম। কি করত ছেলেটা ?

অধিকারী। কেস-হিস্ট্রী লেখা হয়ে গেছে।

অসীম। ওটা তো ডাঃ নিয়োগীর কেস-হিস্ট্রী! আসল লাইফ-হিস্ট্রী কি ?

অধিকারী। ছোঁড়াটা এঞ্জিনীয়ার। অনেক টাকা মাইনে পেত।

অসীম। তাহলে দাঁওটা মোটা। আমদানি কেমন ?—কি, উত্তর দিচ্ছ' না কেন ?

অধিকারী। স্যার্···

অসীম। বুঝেছি, জানাতে চাও না।

অধিকারী। দোষী করবেন না স্যার্।

অসীম। হীরের টুকরো চেলা!

অধিকারী। স্যার্!

অসীম। ভাগ্নেকে আর মামার দরকার পড়ছে না! অথচ ভাগ্নে ছাড়া মামার চলত না একদিন।

অধিকারী। স্যার্, আমি একজন নগণ্য কর্মচারী।

অসীম। বাঃ, ভাষাটাও বেশ রপ্ত করেছ—চাকরি তোমার কোনদিনও যাবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

অধিকারী। আপনার মা-বাবার আশীর্বাদে—

অসীম। আমার মা-বাবা হঠাৎ তোমার মতো ট্যালেণ্টেড্ শয়তানকে আশীর্বাদ করতে যাবেন কেন? তার চেয়ে বলতে পার আমার মামার আশীর্বাদে—

অধিকারী। কথাটা একই হোল না স্যার্? মাতুল পিতৃতুল্য—

অসীম। ছেলেটা এঞ্জিনীয়ার?

অধিকারী। ইয়েস্, স্যার্।

অসীম। কোথায় চাকরি করত?

অধিকারী। লেখা আছে।

অসীম। কোথায় থাকত?

অধিকারী। লেখা আছে।

অসীম। মা-বাবা, সংসার?

অধিকারী। ওটাও লেখা আছে।

অসীম। তাহলে কী লেখা নেই?

অধিকারী। যেগুলো লেখা থাকে না।

অসীম। চমৎকার! মামার অনেক ভাগ্য তোমার মতো চেলা পেয়েছেন! একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো অধিকারী? উত্তর দেবে?

অধিকারী। উত্তর জানা থাকলে কেন দেব না, স্যার্?

অসীম। ভালো লাগছে তোমার?

অধিকারী। কি স্যার?

অসীম। ঐ মানুষমারা কলটায় প্রতিদিন দম লাগাতে?

অধিকারী। ভেবে দেখিনি তো স্যার!

অসীম। কতো বয়স হোল ?

অধিকারী। কার ? আমার ?

অসীম। আজ্ঞে—

অধিকারী। আপনার মা-বাবার -খুড়ি, আপনার মামার আশীর্বাদে সামনের চোতে······আঠান্ন—

অসীম। একবারও ভাবনি, সুস্থ জীবন থেকে একটার পর একটা সুন্দর ফুল তুলে এনে পাথরের নিচে থেৎলাচ্ছো কেন ? একবারও ভাবনি বাইরের আকাশের নিচে কতো বাপ কাঁদছে, কতো মা বুক চাপড়াচ্ছে—আর তাদের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসগুলো অভিশাপ হয়ে তোমাদের মাথার ওপরে এসে আছড়ে পড়্ছে !

অধিকারী। বুঝতে পারি না স্যার্। চারদিকে নিরেট পাথরের দেওয়াল।

অসীম। ইচ্ছে করে না কোনদিনও এই পাথরের গাঁথুনিটা আল্গা ক'রে দিতে ?

অধিকারী। উরি······

[দু কানে আঙুল দেয়]

অসীম। কি হোল ?

অধিকারী। আমার চাকরি চলে যাবে স্যার্······আমি যাই— (যেতে গিয়ে) একটা কথা বলবো স্যার্—আপনারা সব পাস করা বড় বড় ডাক্তার—এ সব কথা আপনাদের সাজে ! চাকরিটা গেলে বুড়ো বয়সে··· আমার আবার কম্পাউণ্ডারের সার্টিফিকেটটাও

নেই। নেহাৎ ডাঃ নিয়োগী দয়া ক'রে···আমি যাই স্যার্···

[একরকম জোর ক'রে প্রস্থান করে]

অসীম। ডার্টি ব্রুট্ !

[অন্যদিক থেকে ডাঃ ইন্দ্রনাথ চৌধুরী, ডাঃ সমীরণ বসু কথা বলতে বলতে প্রবেশ করেন—তারা কেউ এদিকে অসীম মৈত্রের উপস্থিতি টের পায় না]

সমীরণ। কিন্তু ইন্দ্রনাথদা, আমি ভেবে পাচ্ছি না—সব জেনেও, সব প্রমাণ হাতে থাকা সত্ত্বেও ডাঃ মৈত্র এখনও কেন চুপ ক'রে আছেন !

ইন্দ্রনাথ। সঠিক জবাব হয়তো আমি দিতে পারব না, তবে মনে হয় কিছু কারণ হয়তো আছে এখনও—

সমীরণ। কি কারণ—যার জন্যে ডাঃ মৈত্র এখনও সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছেন !

ইন্দ্রনাথ। হয়তো তার মনে হচ্ছে এখনও সময় হয়নি—হয়তো ভাবছেন অত্যাচারের শেষ সীমা এখনও আসেনি।

সমীরণ। কি বলছ কি ? এখনও অত্যাচারের বাকী আছে ? দেখেছ ওদের অবস্থাগুলো ? ধুঁকছে। যে-কোনদিন শেষ হয়ে যাবে।

ইন্দ্রনাথ। আমার তো মনে হয় ঠিক উল্টো।

সমীরণ। মানে ?

ইন্দ্রনাথ। তুষের আগুন ! ধিকিধিক জ্বলছে—কিন্তু নিভবে না। যে-কোন মুহূর্তে—

সমীরণ। জ্বলে উঠবে—এই তো! কিন্তু সব ধৈর্যের একটা শেষ আছে তো!

ইন্দ্রনাথ। এমনও বলতে পারিস কোন কিছুরই শেষ নেই। যাকে শেষ বলছিস সেটা হয়তো আর একটার সূচনা!

সমীরণ। দর্শন ঠিক আমার মাথায় আসে না। সোজা মানুষ, সাদা কথা ভালোবাসি! এটা চলতে পারে না, এটা চলতে দেওয়া উচিত নয়।

ইন্দ্রনাথ। তুই হ'লে কি করতিস্?

সমীরণ। দেখতে পেতে। তবে আমি যখন নই তখন আমার কথা টেনে কি লাভ?

ইন্দ্রনাথ। আজ যদি ডাক্তার মৈত্র এগিয়ে যায় থাকবি ওনার পাশে?

সমীরণ। ওটাও দেখতে পাবে!

ইন্দ্রনাথ। গুড্।

সমীরণ। না, গুড্-এ শেষ নয়, বেস্ট-এর দরকার, আমরা সর্বদাই বেস্ট-এর খোঁজে চলেছি।

ইন্দ্রনাথ। তবে যে বললি দর্শন মাথায় আসে না!

সমীরণ। সহজ কথাগুলো যদি দর্শনের মারপ্যাঁচে আনতে চাও আনো, কিন্তু আমার একটাই কথা—মুখোশটা এবার টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হবে! দুহাতে মিথ্যের আবর্জনা-গুলো সরিয়ে দিয়ে সত্যটাকে রাস্তা ক'রে দিতে হবে!

ইন্দ্রনাথ। সত্যিই পারবি?

সমীরণ। শুধু কথা দিয়ে কি কাজটাকে প্রমাণ করা যায়? যায় না।

বললুম তো একটু আগে—ডে উইল প্রুভ মাই ওয়ার্ডস্। জানো, মাত্র কয়েকদিন আগেই আরও একজন ভিক্‌টিম্ হয়ে এসেছে।

ইন্দ্রনাথ। জানি।

সমীরণ। জানো। কিন্তু কেন?

ইন্দ্রনাথ। না জানলেও আঁচ করতে পারি।

সমীরণ। তুমি আঁচ করতে পারো, কিন্তু আমি জানি।

ইন্দ্রনাথ। কি?

সমীরণ। ও ছেলেটা কে, কোথা থেকে এসেছে, কেমন ক'রে এসেছে।

ইন্দ্রনাথ। তুই জানলি কেমন ক'রে?

সমীরণ। আমরা একসঙ্গে ইনটারমিডিয়েট পাস করেছি। ওর নাম অতীন মুখার্জী। ও গেল এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে আমরা গেলুম ডাক্তারী পড়তে। আর আশ্চর্যের কি জানো, ভাগ্যের চালাচালিতে ওকে এখানেই আসতে হোল।

ইন্দ্রনাথ। আশ্চর্য!

সমীরণ। সত্যিই আশ্চর্য! তুমি ঈশ্বর মানো না। আমি মানি। এটাই বোধহয় ঈশ্বরের ইচ্ছা। রাস্তায় যেতে যেতে কোন বৃদ্ধ ভদ্রলোক পড়ে গিয়ে মাথা ফাটালেন—মনে করুণা এলেও উদ্বেলিত হলুম না। কিন্তু ঠিক ঐভাবে আমার বুড়ো বাপ যদি আছাড় খান—তাহলে দুনিয়াটাকে দেখে নিতে ইচ্ছে করে—তাই না?

ইন্দ্রনাথ। বল্, শুনছি।

সমীরণ। কথাটা স্বার্থপরের মতো শোনাচ্ছে, তবে সত্যি কথা সোজা ক'রে বলতে আমার আটকায় না। নির্লজ্জ মনে হ'লেও, না। এতোদিন ওদের কষ্টে আমার প্রতিবাদ জানাবার ইচ্ছে হয়েছিল—আর আজ এই মুহূর্তে শুধু প্রতিবাদ নয়, একটা প্রচণ্ড আঘাতে সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে আমি বদ্ধপরিকর। দরকার হ'লে যে-কোন স্টেপ্ নিতেও রাজী—

অসীম। (এগিয়ে এসে) শত্রুর পাল্টা আঘাত যদি প্রচণ্ডতর হয় ?

সমীরণ। ও, আপনি !

অসীম। উত্তর দিলেন না ?

সমীরণ। সে আঘাত কাউণ্টার‍্যাক্ট করতে হবে।

অসীম। যুদ্ধে নেমে একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হয়।

সমীরণ। কি ?

অসীম। তোমার প্রতিপক্ষ তোমার থেকেও শক্তিশালী।

সমীরণ। তাই ভেবে পেছিয়ে যেতে হবে ?

অসীম। কে বলেছে সে কথা ? এ কথাটা বলা শুধু তোমার শক্তিকে আরও সংহত—আরও দৃঢ় করার প্রস্তুতি নেবার জন্যে।

সমীরণ। প্রস্তুতিতেই তো বুড়ো হয়ে যেতে হবে।

অসীম। তুমি কি মনে কর তুমি প্রস্তুত ?

সমীরণ। আমরা সবাই প্রস্তুত।

অসীম। তোমাদের শক্তি সম্বন্ধে তুমি সজাগ ?

সমীরণ। কয়েকটা মুখোশ ছিঁড়ে ফেলার মতো শক্তি আমাদের আছে।

অসীম। মুখোশের নিচে যে মুখটা তার স্বরূপ তুমি জানো!

সমীরণ। শত্রুর সব অস্ত্র সম্বন্ধে সঠিক হিসেব কেউ কখনও রাখতে পারে? না, রাখা সম্ভব? আর এতোদিন এতো কাছে, এতো ভিতরে থেকেও যদি জানা না হয়ে থাকে তাহলে আর কোনদিনই জানা হবে না!

অসীম। প্রতিআঘাতে যদি গুঁড়িয়ে যাও?

সমীরণ। যাই যাব! কিন্তু আঘাতের দাগটা তাতে মিলিয়ে যাবে না! শত্রু কিছু কমজোরি হবে। আর পরের আঘাতে শুয়ে পড়বে।

ইন্দ্রনাথ। তোমরা গুঁড়িয়ে গেলে পরের আঘাত করবে কে?

সমীরণ। আমাদের পরের মানুষেরা।

অসীম। তুমি রাজী?

সমীরণ। রাজী।

অসীম। যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন ডাকে পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে?

সমীরণ। পারব।

অসীম। আই সী! এখন এসো।

সমীরণ। মানে?

অসীম। তোমার কাজে যাও। (সমীরণ ওর দিকে একবার তাকিয়ে) থ্যাঙ্ক ইউ!

[প্রস্থান]

অসীম। তুমি কিছু বলবে ইন্দ্রদা?

ইন্দ্রনাথ। না, কেননা, তোমার ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে।

অসীম। জানো, ইন্দ্রদা—

ইন্দ্রনাথ। বলো।

অসীম। এবার আমার ছুটি নেবার পালা!

ইন্দ্রনাথ। বুঝলুম না!

অসীম। এখানকার কাজ আমার প্রায় শেষ।

ইন্দ্রনাথ। কিন্তু এই তো শুরু।

অসীম। শুরু করাটাই আমার শেষ কাজ।

ইন্দ্রনাথ। তাহলে লড়বে কে?

অসীম। ওরা।

ইন্দ্রনাথ। ওরা তো সৈনিক!

অসীম। লড়ে তো সৈনিকরাই!

ইন্দ্রনাথ। যুদ্ধ চালাবে কে?

অসীম। ওদেরই কেউ। ওদের নেতা ওরাই ঠিক করবে। আমার হাতে একটা প্রদীপ আছে! ওরা ওদের মশালটা জ্বালিয়ে নেবে তাতে। আমি পথ দেখাতে পারি—নেতা হবার বাসনা নেই।

ইন্দ্রনাথ। তোমার বাসনা না থাকতে পারে, কিন্তু ওরা যে তোমার মুখ চেয়ে ব'সে আছে।

অসীম। আমিও তো ওদের অপেক্ষাতেই ছিলুম।

ইন্দ্রনাথ। কিন্তু তুমি না থাকলে ওরা চলতে পারবে?

অসীম। তারই জন্যে এই প্রস্তুতি! এই ধৈর্য আর অপেক্ষার পরীক্ষা!

ইন্দ্রনাথ। পরীক্ষায় কী পেলে?

অসীম। চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছ না কিছু?

ইন্দ্রনাথ। পাচ্ছি, অসন্তোষ!

অসীম। আর উত্তাপ! এতো তাপ এর আগে পেয়েছ কখনও? পাওনি! চেয়ে দেখ আণ্ডার গ্রাউণ্ড শেলটার দিকে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি ফেটে পড়বে! পারলে এক্ষুণি সমস্ত ফাটিয়ে চৌচির ক'রে দেবে। তাকিয়ে দেখ ডাক্তারদের দিকে। সমীরণ তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। আমি শুধু এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলুম।

ইন্দ্রনাথ। ইচ্ছে করলে তোমার হাতে যা অস্ত্র আছে তা দিয়ে যে-কোন মুহূর্তে—

অসীম। না, তা পারতুম না। কেননা, যুদ্ধের যারা প্রকৃত সৈনিক তাদের ভেতরের আগুনটা তখনও ঠাণ্ডা ছিল। ধৈর্য আর অপেক্ষার বেড়া দিয়ে এদের আটকে রেখেছিলুম কেন জানো?

ইন্দ্রনাথ। সহ্যের শেষ সীমানায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে।

অসীম। একজ্যাক্টলি—যাতে তারা বুঝতে পারে ক্ল্যাশ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ওয়ে আউট নেই।

ইন্দ্রনাথ। তুমি যাবে কোথায়?

অসীম। প্রথম বুলেটটা যদি আমার বুকে না আটকে যায় তাহলে অন্য কোথাও—

ইন্দ্রনাথ। আবার নতুন কোন আলো জ্বালাতে ?

অসীম। জানি না, কিংবা হ'তেও পারে ! তবে আলো জ্বালাবার স্পর্ধা রাখি না, বারুদের স্তূপ পেলে শুধু স্ফুলিঙ্গ হয়ে ঝরে পড়তে পারি।

ইন্দ্রনাথ। কিন্তু এখানে তোমার আপত্তি কেন ?

অসীম। ডাঃ নিয়োগী যতোবড় শয়তানই হোক না কেন, আমার মামা—একটু দুর্বলতা ! পতনের পর অত্যাচারী রাজার জন্যেও আমার মন করুণ হয় !

ইন্দ্রনাথ। এ দুর্বলতা তোমার সাজে না।

অসীম। ভুলে যেও না, আমি মানুষ।

[ভুবনেশ্বর অধিকারী ও ডাঃ নিয়োগীর প্রবেশ]

নিয়োগী। আরে, তোমরা এখানে—ভুবনেশ্বর !

ভুবনেশ্বর। আছি স্যার্ !

নিয়োগী। তোমায় বলিনি ?

ভুবনেশ্বর। একবার ? তখন থেকে ক'তোবার বললেন।

নিয়োগী। কি বললুম ?

ভুবনেশ্বর। কি যেন বললেন ?

নিয়োগী। ওদের দুজনকে পেতে গেলে—

ভুবনেশ্বর। এখানেই আসতে হবে— মনে পড়েছে স্যার।

নিয়োগী। হ্যালো ইন্দ্রনাথ, কেমন আছ ?

ইন্দ্রনাথ। ওয়েল ডাক্তার ?

নিয়োগী। কাজকর্ম, আউট ডোর, ও,. কে. ?

ইন্দ্রনাথ। ও. কে.।

নিয়োগী। থ্যাঙ্ক্ ইউ। কি আলোচনা হচ্ছিল ? খুব সিরিয়াস যেন কিছু ?

ভুবনেশ্বর। সুখদুঃখের কথা বোধহয় !

ইন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, সুখদুঃখেরই কথা। এই আপনার কথা, আমার কথা —খোঁয়াড়ের ছোটলোকগুলোর কথা !

ভুবনেশ্বর। বলবেন না—বলবেন না। আরে ছ্যা—ছ্যা! ওই ছোট-লোকগুলোর কথা ভুলেও ভাবতে নেই !

ইন্দ্রনাথ। ঠিক বলেছেন ! কেননা, আমরা সব ভদ্রলোক। আচ্ছা ডাঃ নিয়োগী, আমার ডিউটির সময় হয়ে গেছে···আউট ডোর-এ সমীরণ একা আছে।

নিয়োগী। ওহ্ সিওর, শীগ্গির চলে যাও। কর্মে অবহেলা—কি বলো ভুবনেশ্বর ?

ভুবনেশ্বর। ঠিক বলেছেন স্যার্—ও কাজটি—নাঃ নাঃ নাঃ নাঃ।

[হঠাৎ ইন্দ্রনাথের দিকে চোখ পড়ায় চুপ ক'রে যান। ইন্দ্রনাথ বেরিয়ে যায়]

নিয়োগী। তারপর ডাঃ মৈত্র, খবর কি বলো ? পাগলাগুলো ঠিক আছে ?

অসীম। এখনও—

নিয়োগী। টিকিয়ে যাও। এরা থাকলে তুমি আমি সবাই ঠিক আছি। মারধর যা খুশি কর—কিন্তু ভুবনেশ্বর ?

ভুবনেশ্বর। মেরে ফেল না !

নিয়োগী। তুমি কি বলো ?

অসীম। আমি অনেক কিছু বলতে চাই।

ভুবনেশ্বর। উরি বাবা!

নিয়োগী। কি হোল ভুবনেশ্বর?

ভুবনেশ্বর। না স্যার্, কিছু না।

অসীম। ভুবনেশ্বরবাবু!

ভুবনেশ্বর। বলুন স্যার্?

অসীম। আমার কথাগুলো পৌঁছে গেছে!

ভুবনেশ্বর। কি?

নিয়োগী। কি?

ভুবনেশ্বর। আমি যাব স্যার্?

নিয়োগী। না। অসীম কি বলছিল? কি হোল? বলছ না কেন?

ভুবনেশ্বর। উনি আজকাল পাথরের বাইরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন!

নিয়োগী। কিসের আওয়াজ?

ভুবনেশ্বর। কতো মা কাঁদছে—কতো বাবা বুক চাপড়াচ্ছে!

নিয়োগী। তাই নাকি অসীম? ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—এসব আওয়াজ তো তোমার শুনতে পাবার কথা নয়!

অসীম। বোধহয় পাথরে কিছু ফাটল ধরেছে।

নিয়োগী। তাই নাকি?

অসীম। এ ছেলেটাকে আবার নিয়ে এলেন কেন?

নিয়োগী। কাকে গো!

অসীম। যাকে আনতে গিয়েছিলেন।

নিয়োগী। ভুবনেশ্বর!

ভুবনেশ্বর। ওই যে স্যার্ অতীন মুখার্জী।

নিয়োগী। তাই বলো। তা কেন নিয়ে এলুম এটা তুমি বোঝ না?

অসীম। সেই জন্যেই তো জিজ্ঞাসা করছি—কেন?

ভুবনেশ্বর। বলে কি রে?

অসীম। এমন ভান করছেন—যাতে মনে হচ্ছে জীবনে এসব কথা শুনবেন আশা করেননি।

নিয়োগী। অন্ততঃ তোমার মুখ থেকে।

অসীম। কেন, আমাকে কি মনে হয়েছিল—আপনার ঐ চেলাটির মতো চিরকাল বংশবদ্ হয়ে থাকব!

ভুবনেশ্বর। আমি একটু ঘুরে আসব স্যার্?

অসীম। কেন, শুনতে খুব খারাপ লাগছে?

ভুবনেশ্বর। না, ওই বশংবদ কথাটার মানে বুঝতে পারলুম না!

অসীম। ঠিক বুঝতে পারবে—একটু দাঁড়াও।

ভুবনেশ্বর। দাঁড়াই।

নিয়োগী। তুমি কি কিছু বলবে?

অসীম। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

নিয়োগী। বলো।

অসীম। মানুষ বধের পালা আর কতোদিন চালাবেন?

নিয়োগী। ঠিক বুঝলুম না।

ভুবনেশ্বর। আমি বুঝেছি স্যার্—চাটি বাটি তুলে দিতে বলছেন আর কি?

অসীম। তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে!

ভুবনেশ্বর। আপনার মা-বাবা—খুড়ি—মামার আশীর্বাদে—

নিয়োগী। ভুবনেশ্বর!

ভুবনেশ্বর। চুপ্ ক'রে গেছি স্যার্ !

অসীম। একজন অসুস্থ ও অসাধারণ মানুষের কাছে সুস্থ ও সাধারণ মানুষের হয়ে কিছু দাবি আমি জানাতে চাই।

নিয়োগী। কিসের দাবি ?

অসীম। আপনার ঐ মানুষমারা খোঁয়াড়টা বন্ধ করতে হবে।

নিয়োগী। কোন্ দুঃখে ?

অসীম। ঠাণ্ডা মাথায় আর মানুষ খুন করতে দেওয়া হবে না ব'লে !

নিয়োগী। তোমার হুকুমে ?

অসীম। এটা সমস্ত সাধারণ মানুষের হুকুম।

নিয়োগী। তুমি কি যীশাস্ ক্রায়েস্ট ? সাধারণ মানুষের দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে !

অসীম। মানুষের দুঃখে মানুষেরই বুক ফাটে। ক্রাইস্ট-এর প্রশ্ন ওঠে না। দিনের পর দিন এক-একটা সুন্দর জীবন কেবলমাত্র আপনার নিজের স্বার্থে ধ্বংস করবেন—এটা অন্ততঃ আমি দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পারব না।

ভুবনেশ্বর। আমি তখুনি বলেছিলুম—জন—জামাই—ভাগ্না—

নিয়োগী। আগে তো দেখতে অসুবিধা হ'ত না, হঠাৎ আজ ধর্মবুদ্ধি—

অসীম। দেখতে কোনদিনও পারতুম না। কেবলমাত্র কর্তব্য ক'রে গেছি।

নিয়োগী। তাহলে কর্তব্যের জ্ঞানটা মনে আছে ?

অসীম। আছে বৈকি ! চিরকাল থাকবেও। ডাঃ নিয়োগী না থাকলে অসীম মৈত্র কোনদিন ডাক্তার হ'তে পারত না। তাই

ব'লে মুখের ওপর দাঁড়িয়ে সোচ্চারে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারবে না! এটা ভাবাও ভুল।

ভুবনেশ্বর। আমি তখনি বলেছিলুম—দুধকলা দিয়ে—

নিয়োগী। তাহলে তোমার ঋণ শোধ তুমি এইভাবেই করতে চাও ?

অসীম। আমি দুঃখিত। আমার মামা যেভাবে ঋণ পরিশোধের কথা ভেবেছিলেন—আমার পক্ষে তা সম্ভব হোল না!

নিয়োগী। কিভাবে করতে চাও ? কি যেন দাবির কথা বলছিলে ?

অসীম। হঁ্যা, দাবি! যাদেরকে আপনি ধরে এনে আপনার খোঁয়াড়ে পুরে রেখেছেন—তাদের প্রত্যেককে ছেড়ে দিতে হবে।

নিয়োগী। বাঃ, তারপর ?

অসীম। তাদের সত্যিকার চিকিৎসা করতে হবে।

নিয়োগী। তারপর ?

অসীম। তাদেরকে যে অবস্থা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল ঠিক সেই সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

ভুবনেশ্বর। উরি!

নিয়োগী। কি হোল ভুবনেশ্বর ?

ভুবনেশ্বর। সব গেল স্যার্। আমি তখনি বলেছিলুম—

নিয়োগী। চুপ্ কর। আচ্ছা, অসীম!

অসীম। বলুন।

নিয়োগী। যে কথাগুলো তুমি বলছ—একবারও ভেবে দেখেছ—সেগুলো করতে গেলে, তোমার আমার এবং সবায়ের কি অবস্থা হবে ?

অসীম। শাস্তি আমাদের পেতে হবেই—কম আর বেশি!

নিয়োগী। তুমি জানো না তুমি কি বলছ ?

অসীম। আমি জানি আমি কি বলছি। আপনাকে আমাকে সবাইকে—যারা এই অবস্থাটা তৈরি করেছি—স্রোতের মুখে ভেসে যেতে হবে। কোথায় গিয়ে পড়ব নিজেরাই জানি না!

নিয়োগী। তাহলে ?

অসীম। স্রোত আসবেই। শুনতে পাচ্ছেন না সমুদ্র কি দারুন গর্জন করছে ?

ভুবনেশ্বর। স্যার্, একটা কথা বলবো ?

অসীম। বলো ?

ভুবনেশ্বর। আপনি কি বাংলায় ডাক্তারী পাস করেছিলেন ?

অসীম। সময় পাল্টাচ্ছে অধিকারী! এতো রসিকতা কি চিরদিন থাকবে ?

নিয়োগী। স্রোতটাকে ডেকে আনছে কে ? তুমি ?

অসীম। আমি ভগীরথ নই! আর এই স্রোত কাউকে ডেকে আনতে হয় না! সে আপনিই তার নিজের কারণে পথ চিনে নেয়।

ভুবনেশ্বর। ডেঞ্জারাস!

নিয়োগী। ডাঃ নিয়োগীকে তুমি বোধহয় চিনতে ভুল করছ!

অসীম। একটুও না!

নিয়োগী। স্রোতের মুখে বাঁধ দিতে আমি জানি! সেই স্রোতকে উল্টোদিকে চালিয়ে দিতেও আমি জানি!

অসীম। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অত্যাচারী সম্রাটও এমন কথা বলে-

ছিলেন ! তাদের পরিণামগুলোও আপনার নিশ্চয় জানা আছে !

নিয়োগী। তোমার আর কিছু বলার আছে ?

অসীম। আছে।

ভুবনেশ্বর। উরি বাবা—এখনও আছে ?

অসীম। ঐ অন্ধকার শেলটায় যাদেরকে পচিয়ে মারছেন তাদের চোখের ওপর থেকে অন্ধকারের পর্দাটা আপনাকে সরিয়ে দিতেই হবে।

ভুবনেশ্বর। এ তো সেই একই কথা—একটু যা ঘুরিয়ে বলা হোল।

অসীম। না। কথাটা এক নয়।

নিয়োগী। আর যদি না দিই ?

অসীম। তাহলে আমার রাস্তা খোলাই আছে।

নিয়োগী। যেমন ?

অসীম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এখানকার কোন কিছুই আমার অজানা নয় !

নিয়োগী। তোমায় আমি বিশ্বাস করেছিলুম।

অসীম। বিশ্বাসঘাতকতার কাজও করিনি আমি।

নিয়োগী। তাহলে এটা কী করছ ?

অসীম। অন্যায়ের পথ থেকে আপনাকে সরিযে আনার চেষ্টা করছি।

নিয়োগী। তোমার বাবার থেকেও তুমি শয়তান !

অসীম। বাবাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

নিয়োগী। কুলাঙ্গার !

অসীম। আমি খুবই দুঃখিত।

নিয়োগী। তুমি যেতে পার।

অসীম। যাচ্ছি। শুধু একটা কথা জানিয়ে যাই।

নিয়োগী। বলো।

অসীম। মাত্র চারদিন সময়—এর মধ্যে আমি আশা করছি—মেণ্টাল শেল ব'লে যেটাকে আপনি নাম দিয়েছেন—তার দরজাটা আপনি খুলে দেবেন! শুধু চারদিন! এর মধ্যে আমি চাই ওরা ওদের পুরোনো জাগায় ফিরে যাক। ওরা ফিরে যাক আবার—ঐ নীল আকাশের নিচে—সবুজ ঘাসের দেশে! আমি ডাক্তার—আমি জানি ওরা পাগল নয় —আপনিও তা জানেন!

ভুবনেশ্বর। উরি বাবা!

অসীম। বাবা-মা, কেউ কিছু করতে পারবে না। যে দিনটা আসবে সেটা রুখবার ক্ষমতা আমাদের কারুরই নেই! আর ডাঃ নিয়োগী?

নিয়োগী। বলুন ডাঃ মৈত্র।

অসীম। সকলের হয়ে যে দাবি আমি জানালুম আমি জানি আপনি তা মেনে নেবেন না—তবে মনে রাখবেন অস্ত্র আমার হাতে প্রচুর! প্রত্যেকটা ডকুমেণ্টস্ আমার হাতে তৈরি। কে কি এবং কেমন ক'রে এখানে এসেছে আর কে কি এবং কেমন ক'রে তার থেকে লাভবান হয়েছে—এগুলো পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আমার দেরি হবে না। আর—

ভুবনেশ্বর। আমি তখনি বলেছিলুম—

অসীম। আর প্রকাশিত সত্যগুলির পরিণাম কি তা আপনি নিশ্চয় জানেন!

নিয়োগী। তুমি যাও এখান থেকে।

অসীম। হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

নিয়োগী। নন্‌সেন্স্।

ভুবনেশ্বর। (গমনপথের দিকে তাকিয়ে) নন্‌সেন্স্।

নিয়োগী। (ভুবনেশ্বর অধিকারীকে বলেন) তোমাকে বলছি!

ভুবনেশ্বর। উরি···

নিয়োগী। কি করছিলে এতোদিন?

ভুবনেশ্বর। কেন স্যার্!

নিয়োগী। একটা বিষচারা এতোবড় হয়ে গেছে টের পাওনি?

ভুবনেশ্বর। পেয়েছিলুম স্যার্—কিন্তু ভাগ্নে!

নিয়োগী। তোমার নিকুচি করেছে! মামা--ভাগ্নে ওসব পরে।

ভুবনেশ্বর। ঠিক বলেছেন আপনি বাঁচলে বাপের—একটা কথা বলবো স্যার্? কিছু যদি মনে না করেন—

নিয়োগী। বলো।

অধিকারী। [illegible] একেবারে সাফ ক'রে দিন না!

নিয়োগী। কি বলতে চাইছ?

অধিকারী। অবস্থাটা ভালো নয়—ভাগ্নে লোকটা বড় ডেঞ্জারাস —তাই বলছিলুম—

নিয়োগী। থামলে কেন?

অধিকারী। পাগলাগুলোকে আর না বাঁচিয়ে রাখলে কি হয়?

নিয়োগী। তুমি একটা গাড়ল!

অধিকারী। কেন স্যার্?

নিয়োগী। এ সব কথার আজ আর কোন অর্থই হয় না। ওদের আজ খতম করার অর্থ নিজের গলায় নিজেই দড়ি পরান।

অধিকারী। কিন্তু আমি তো স্যার আগেই বলেছিলুম—এ সব ঝুট-ঝামেলা যতো কমান যায় ততোই মঙ্গল। তখনি যদি সাফ ক'রে দিতেন—

নিয়োগী। রাস্কেল! সাফ করা যেত না। তাহলে সখ ক'রে কেউ ওদের পুষে রাখে না! এগ্রিমেণ্টগুলো তোমার সামনেই হয়েছিল—কি লেখা ছিল?

অধিকারী। বদ্ধপাগল ক'রে ছেড়ে দিতে হবে।

নিয়োগী। কেননা, খুন করার অনেক ঝামেলা—তাই না?

অধিকারী। কি আর ঝামেলা স্যার্—ওই খোঁয়াড়টার মধ্যে গর্ত ক'রে পুঁতে ফেললেই হ'ত—কাক-পক্ষীতেও টের পেত না।

নিয়োগী। কথাগুলো ভেবে বলো। জলজ্যান্ত লোকগুলো পটাপট মরে গেল—আর পুলিস চুপচাপ ব'সে থাকবে?

অধিকারী। কিন্তু যারা হারিয়ে গেছে—পুলিস এখনও তাদের খোঁজ করছে।

নিয়োগী। করুক। আবার একদিন খুঁজে পাবে। মনে নেই প্রাণকেষ্ট মজুমদার আর হারান হালদারের কেসগুলো!

খবরের কাগজগুলো উঠেপড়ে লাগল—'সরকার এখনও নীরব কেন', 'লোকগুলো সব উবে গেল নাকি' ইত্যাদি ইত্যাদি—তারপর···

অধিকারী। মনে আছে স্যার্—আবার তাদের পাওয়াও গেল। কিন্তু তারা দুজনেই তখন বদ্ধপাগল !

নিয়োগী। তবে···তাছাড়া ওই হ্যাগার্ডগুলোর জন্যে মাসে কতোগুলো ক'রে টাকা আসে জানো ?

অধিকারী। সবই তো বুঝলুম—কিন্তু এদিকের অবস্থাও তো খারাপ —ভাগ্নে যদি সত্যিই সব ফাঁস ক'রে দেয় !

নিয়োগী। তাই ভাগ্নেকে আর রাখা চলবে না !

অধিকারী। কি বলছেন স্যার ?

নিয়োগী। ঠিক তাই (চুপি চুপি কিছু বলেন) বুঝলে ?

অধিকারী। উরি···

নিয়োগী। না পারলে—

অধিকারী। না পারলে ?

নিয়োগী। স্রোতের মুখে ভাসবে তুমি।

অধিকারী। আর আপনি ?

নিয়োগী। আমি ?

[কিছু না ব'লে সোজা হেঁটে বেরিয়ে যান]

অধিকারী। উরি·· (নিয়োগীর গমনপথের দিকে চেয়ে থেকে) তাও কি হয় স্যার্, আমার নাম ভুবনেশ্বর অধিকারী—আমি কখনও একলা মরি···না···না—না— !

[আলো নিভে যায়]

চতুর্থ দৃশ্য

[দ্বিতীয় দৃশ্যের অনুরূপ। সময়-ক্ষণ কিছুই বোঝা যায় না! কেবল বহু দূরে একটা ঝড়ের আওয়াজ]

অবিনাশ। করিম ভাই

করিম। কয়েন্।

অবিনাশ। কিছু শুনতে পাচ্ছ না?

করিম। হ্ তাই তো?

অবিনাশ। কি শুনছো?

করিম। ঝড়। হ কর্তা ঝড়! পদ্মার বুকে ঝড় উঠেছে।

অবিনাশ। ঠিক বলেছ করিম ভাই। এই সেই ঝড়···যে ঝড়ের প্রতীক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে অন্ধকারে মাথা ঠুকছি—শুনছিস্ তোরা···শোন্ বাইরে ঐ ঝড়ের আওয়াজ—

বিভাস। অবিনাশদা, তাহলে সত্যিই ঝড় এল? কিন্তু আমার ইতিহাস যে একটু বাকী আছে। শুধু শেষটুকু··· (জানলার কাছে গিয়ে) ওহ্ স্টর্‌ম্! প্লীজ্ ওয়েট। ওহ্ স্টর্‌ম্, প্লীজ্ ফর এ বীট্ অব মোমেণ্ট! —আমার ইতিহাস আর একটু বাকী আছে···একটু-খানি···একটুখানি দাঁড়িয়ে যাও···

মানিক। ও মশাই!

বিভাস। আমায় বলছেন?

মানিক। আপনার ফ্যাঁচফ্যাচানি থামান—নাটক আর ভালো লাগছে না।

বিভাস। না, আপনি বিশ্বাস করুন—এগুলো নাটক নয়! এগুলো কথা। আপনার কথা, আমার কথা···

গোবিন্দ। অবিনাশদা ?

অবিনাশ। বল্।

গোবিন্দ। আর কতোদিন অপেক্ষা করতে হবে ?

অবিনাশ। বেশিদিন নয়— শুনতে পাচ্ছিস্ না ঝড়ের আওয়াজ !

গোবিন্দ। রাখ তোমার ঝড়ের আওয়াজ! তোমার সে মুক্তিদাতা কোথায় ?

অবিনাশ। আসবে—আসবে। হি মাস্ট কাম—আমাকে সে কথা দিয়ে গেছে!

গোবিন্দ। কিন্তু আমি আমার সহ্যের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছি।

বিভাস। তোমরা শোন—শুনতে পাচ্ছ—যারা এখনও আলো-বাতাস-সূর্য আর নক্ষত্রর কাছাকাছি আছ···ওপরের মানুষ তোমরা আমার কথা শোন···আমরা পাতাল থেকে বলছি···এইমাত্র খবর পেলুম ঝড় উঠেছে··· ঝড়ের কাছে আমাদের খবর পৌঁছে দিলাম···শুনতে পাও ভালো—নইলে ভবিষ্যতের যাদুঘরে আমাদের সাতটা কংকাল ইতিহাস থেকে ফিসফিস্ ক'রে তোমাদের বলবে—দে হ্যাভ ক্রুশিফায়েড দ্য ট্রুথ এ্যাণ্ড ক্রুশিফায়েড আওয়ার সোল! আমরা কোন দোষ করিনি—তবু কয়েকজন সুযোগবাদী মানুষের নিষ্ঠুর স্বার্থের বলি হয়ে আমরা পাতালের অন্ধ পাথরে মাথা ঠুকে মরেছি!

তিল তিল ক'রে আমাদের হত্যা করা হয়েছে। আমাদের তেষ্টার জল আর বাঁচার জন্যে ফুসফুস ভরা বাতাস কেড়ে নেওয়া হয়েছে। যদি পার তোমরা এর প্রতিকার কোরো···নইলে আমাদের কংকালগুলোর জন্যে একটু শান্তি কামনা কোরো। 'ভীষণ বাঁচার ইচ্ছে নিয়ে এরা মরে গেছে' এই ব'লে একটু অশ্রুপাত কোরো।

অবিনাশ। বিভাস!

বিভাস। বলো।

অবিনাশ। কে বলেছে মরে যাবি?

বিভাস। অবিনাশদা, আর বাঁচার নেশায় মাতাল ক'রে রেখ না। কেউ আসবে না তোমার ঐ দরজা খুলে দিতে—মিথ্যে মিথ্যে বিশ্বাস নিয়ে তুমি বেঁচে আছ। দোহাই তোমার, বিশ্বাসের দড়িটা একটু আলগা ক'রে দাও। তাহলে হয়তো আফসোস নিয়ে আমাদের মরতে হবে না।

হরিহর। ঠিক বলেছেন—ঠিক বলেছেন। ও বেটা ভণ্ড, জোচ্চোর—মিথ্যে আশা দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে!

অতীন। হরিদা, তুমি চুপ্ কর—তোমার শরীর ভালো নেই।

হরিহর। কি হবে শরীর ভালো রেখে? শরীর ভালো রাখা মানেই আয়ুর সাধনা করা—ও আমি আর চাই না।

অতীন। হরিদা—প্লীজ্·· আমার এখানটায় আর থাকতে ভালো লাগছে না—একদম নয়।

মানিক। কি করতে ভালো লাগছে চাঁদু?

অতীন। এই নরককুণ্ডুটায় অবিশ্বাস্য যন্ত্রণা। এখান থেকে বেরিয়ে না গেলে আমার কিছুই ভালো লাগবে না।

মানিক। যাও না কেন, কে বারণ করেছে ?

অতীন। তোমাদের হাতগুলো কি জমে পাথর হয়ে গেছে ?

মানিক। জিজ্ঞাসা কর ঐ বুড়ো শয়তানটাকে। ঐ বুড়ো শয়তানটা যে আমাদের মিথ্যে আশা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি বলছি—হি ইজ্ এ স্পাই।

অবিনাশ। তোরা চুপ্ কর্—এভাবে নিজেদের ফুরিয়ে ফেলিস্ না।

হরিহর। ইউ আর কারেক্ট। হি ইজ্ এ স্পাই। স্বর্গ থেকে কে একজন দেবদূত নেমে এসে আমাদের বাঁচাবেন···গাঁজাখুরি গল্প সব।

অতীন। তা তোমরাই বা এতোদিন ব'সে আছ কেন ? কেনই-বা ওর গাঁজাখুরি গল্পে বিশ্বাস করেছ ? তোমাদের হাত ছিল না? দেহে শক্তি ছিল না? পারনি তোমরা ভেঙে দিতে ওই লোহার জানলাটা ?

মানিক। হ্যাঁ, ভাঙব···কিন্তু তার আগে ওই বুড়োর মাথাটা দুরমুস্ ক'রে···মার শালাকো ··

[হরিহর, অতীন, মাখন, গোবিন্দ তেড়ে যায়]

অবিনাশ। (প্রচণ্ড চিৎকারে) থামো। (প্রত্যেকেই হঠাৎ থেমে যায়) আমার মাথাটা ভাঙবে ? এসো, এগিয়ে এসো তো —কে ভাঙবে···ভাঙ। হরিদা, তুমি ? মানিক দাঁড়িয়ে কেন ? আয়। গোবিন্দ, সরে যাচ্ছিস কেন, আর অতীন তুমিও এসো। থমকে গেলে কেন সব ! আমি তো স্পাই,

তোমাদের বিচারে দোষী, সাজা দাও—আমি তোমাদের মিথ্যে আশ্বাসে ভুলিয়ে রেখেছি···নিশ্চয়ই সাজা দেবে বৈকি ! তাহলে বলো আমার মাথাটা ভাঙতে পারলেই কি ঐ লোহার দরজাটা ভেঙে ফেলতে পারবে ? আমাকে গুঁড়িয়ে দিতে পারলেই তোমাদের ওপর সব অত্যাচার শেষ হয়ে যাবে···বেশ তাই যদি যায়—এসো আর দাঁড়িয়ে থেকো না—(চিৎকার ক'রে) কই, তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? আর—প্রত্যেকেই বা স্তব্ধ কেন ! দেখ—দেখ, আমার মুখটা থেৎলে দিয়েছে বুটের ঠোক্করে, কেননা, আমি স্পাই···দেখ আমার পিঠটা চাবুকে চাবুকে আসল রঙ দেখা যাচ্ছে না, কেননা, আমি তোমাদের মিথ্যে বিশ্বাসে ভুলিয়ে রেখেছি ! দেখ, আমার বুকের হাড়গুলো একটা একটা ক'রে গোনা যাচ্ছে, কেননা, আমি তোমাদের শত্রু···আমি বুড়োশয়তান···থমকে গেলে কেন সব···এসো।

করিম। ছাড়ান দাও করত্তা···ছাড়ান দাও। সব পোলাপান··· বোদ্ধি-সোদ্ধি একদম লাই, ওদের কথাটাও ভাবো দিনি !

অবিনাশ। ভাবি করিম ভাই—ভাবি। তাই তো ভাবছি কতোকাল ওদেরকে বসিয়ে রাখব—ওদেরই-বা দোষ কি ?

মানিক। তুমি তো বলেছিলে—একদিন ঝড়ের আওয়াজ তোরা পাবি···আর সেদিনই দরজাটা ভেঙে পড়বে। কই, এখনও তো ভেঙে পড়ছে না ?

অবিনাশ। নিশ্চয়ই পড়বে এইবার। কেননা, ঝড়ের আওয়াজ আমি পেয়েছি।

সকলে। (সমস্বরে) আমরাও পেয়েছি।

বিভাস। ঠিক বলেছ। আজ আর বিমূঢ় আস্ফালন নয়।
দিগন্তে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের ঝড়।
আজকের নৈঃশব্দ হোক যুদ্ধারম্ভের স্বীকৃতি।

অবিনাশ। বেশ, তবে তাই হোক। কেউ যদি না আসে না আসুক···
এই নৈঃশব্দ থেকে আমরা যুদ্ধ আরম্ভের স্বীকৃতি নিলুম।

বিভাস। দুহাতে বাজাও প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা।

[**দামামার আওয়াজ**]

অবিনাশ। বাজা তোরা তোদের দামামা···বল্ তোরা রাজী?

সমস্বরে। রাজী।

বিভাস। প্রার্থনা কর—
হে জীবন—হে যুগসন্ধি কালের চেতনা···
আজকে শক্তি দাও—যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি।

[**স্টেজের লাইট কমতে থাকে—ক্রমশঃ প্রত্যেকই ঝাপসা হ'তে থাকে। প্রত্যেকের মধ্যেই একটা প্রস্তুতি**

প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের তুষার গলানো উত্তাপ
টুকরো টুকরো ক'রে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলংকিত কাহিনী।
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি!

অবিনাশ। তাহলে সেই একত্রিত সংহতি নিয়ে তোরা ভাঙ্—ফেটে পড়্ তোরা—

সমস্বরে। ই···য়া

[শৃংখলিত সিংহের হুংকারের মতো শোনাবে—হঠাৎ ওপরে দরজা খোলার আওয়াজ। ডাঃ মিত্রকে নিচে নেমে আসতে দেখা যায়]

অসীম। অবিনাশদা!

অবিনাশ কে? অসীম, তুমি এসেছ?

অসীম। তোমাকে কথা দিয়েছিলুম অবিনাশদা যে মুহূর্তে আমি সুযোগ পাব তোমাদের এখান থেকে বার ক'রে নিয়ে যাব। আমার কথা রেখেছি। বন্ধুগণ, দরজা আপনাদের সামনে খোলা। একটি মুহূর্তেরও অপব্যয় না ক'রে আপনারা বেরিয়ে আসুন। এই খোলা দরজা দিয়ে সোজা চলে যান ডাঃ নিয়োগীর সামনে। আদায় করুন কৈফিয়ৎ। গিয়ে দাঁড়ান খোলা আকাশের নিচে, আপনাদের ফরিয়াদ জানান মানুষের দরবারে। চলে আসুন আলোর জগতে অন্ধকারকে বিদায় দিয়ে। ডাঃ ইন্দ্রনাথ আর সমীরণ আপনাদের অপেক্ষায় আছেন। আসুন—এগিয়ে আসুন।

[ঠিক সেই মুহূর্তে পেছনে এসে দাঁড়ায় বিরাটাকায় ইউসুফ। হাতে উদ্যত লাঠি]

সমস্বরে। সাবধান!

[কিন্তু তার আগেই ইউসুফের হাতের লাঠিটা অসীমের মাথায় এসে পড়ে। অসীম লুটিয়ে পড়ে যায়]

ইউসুফ। শালে শয়তান কি বাচ্চে! থাক্ শালা ইঁহা! আউর এ জংলী লোক—ই সব ক্যা হোতা হ্যায়?

[ইউসুফ চাবুক চালায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে এদের রক্ত টগবগিয়ে উঠেছে]

সমস্বরে। মারো শালাকো (ওরা এগিয়ে যায় আস্তে আস্তে)।

গোবিন্দ। শালা, পড়ে পড়ে অনেক মার খেয়েছি—আর নয়।

[টেবিলের তলা থেকে একটা ছুরি বার ক'রে।ইতিমধ্যে সবাই ইউসুফকে ঘিরে ফেলে। ইউসুফ দর্শকের দিকে পেছন ফিরে এবং ওরা অর্ধবৃত্তে দর্শকের দিকে মুখ রেখে ইউসুফের দিকে এগিয়ে আসে]

ইউসুফ। কা হো গায়ি সব। হট্ যা, হট্ যা—

[ইতিমধ্যে গোবিন্দ কখন যেন ইউসুফের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে]

গোবিন্দ। (বিকৃত পাগলা ধরনের গলায়) হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ।

ইউসুফ। (ঘুরে দাঁড়ায়) কা বে, তু হাসছিস কেনো?

গোবিন্দ। অনেক দিন আগে তোমার একটি ছুরি হারিয়েছিল।

ইউসুফ। হাঁ—হাঁ।

গোবিন্দ। এটা তোমার ছুরি, তাই না?

ইউসুফ। শালা চোট্টা কাঁহিকা—দে—(এগিয়ে কেড়ে নিতে যায়)

গোবিন্দ। তব লে শালা! (সজোরে পেটে গেঁথে দেয়)

ইউসুফ। আঃ, বাপজান! (ইউসুফ লুটিয়ে পড়ে)

গোবিন্দ। থাক শালা, এই কবরে তুই! এবার তোর বাপজানের কাছে যাচ্ছি। চল্—চল্ তোরা সব—

[ওরা হৈ হৈ ক'রে এগোতে থাকে। ভানাকে দরজার কাছে দেখা যায়]

ভানা। কা বে, কিধার ভাগতা হ্যায় সব।

[ভানা লাঠি চালাতে যায় কিন্তু মাখন ওর লাঠি ধরে ফেলে এবং ওর লাঠি দিয়েই ওকে ধরাশায়ী করে—সে লুটিয়ে পড়ে যায়]

আঃ, শালা লোক একদম খতম কর দিয়া—আঃ—আঃ —

অতীন। রাস্কেল আমাকে অনেক মেরেছ তুমি!

[ভানার পড়ে থাকা দেহটায় সজোরে লাথি মারে]

অধিকারী। (নিচে নামতে থাকে) আরে, একি—একি! এসব কি হচ্ছে কি, এ্যাঁ! এই, তোরা সব কোথায় যাচ্ছিস? দরজাটা খুলে দিল কে? কি সর্বনাশ! এই···এই···ভালো হচ্ছে না কিন্তু···কি জ্বালা!

মানিক। (পেটে সজোরে ঘুষি হাকঁড়ায়) শালা শুয়োরের বাচ্চা, কোথায় যাচ্ছি? বানচোৎ তোর বাপের ঘাড় মটকাতে যাচ্ছি।

[সিঁড়িতেই অধিকারী পড়ে যায়। ওরা একে একে অধিকারীকে মাড়িয়ে হৈ হৈ করতে করতে বেরিয়ে যায়। মুখে তাদের জয়ের উল্লাস। মুক্তির আনন্দ। সবশেষে অবিনাশ যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়]

অবিনাশ। করিম ভাই!

করিম। (গেটের মুখ থেকে) কয়েন করতা।

অবিনাশ। তোমরা থেমো না, এগিয়ে যাও—এবার থামলে আর কোনদিন এগিয়ে যেতে পারবে না।

বিভাস। (ফিরে এসে) কই, চল—ওরা যে সব এগিয়ে গেল।

অবিনাশ। হ্যাঁ, যাব বৈকি! কিন্তু আমি যে তোদের কথা দিয়েছিলুম সবাইকে না নিয়ে আমি যাব না।

বিভাস। আমাদের সবাই তো এগিয়ে গেছে।

অবিনাশ। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরী যে রয়ে গেছে! তাকে ফেলে যাই কেমন ক'রে?

বিভাস। কে?

অবিনাশ। যে আমাদের রাস্তা খুলে দিয়েছে! যুদ্ধের শপথ নিতে শিখিয়েছে (অসীমকে কাঁধে তুলে নেয়) শত্রুর প্রথম বুলেটটা যে বুকে নিয়েছে—মশাল হাতে প্রথম পথ চিনিয়েছে—তাকে এখানে রেখে যাওয়া যায়? নে, চল্।

[সবাই চলে যায়। মঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে। দরজাটা খোলা অবস্থায় থাকে। কেবল দরজার মুখে লাল আলোটা জ্বলতে থাকে]

—॥ সমাপ্ত ॥—